বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০৭, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৪২৬, জুলাই ২০১৯

এ সংখ্যায়

- সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্কাউটসের ২২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ
- FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)
- নৈচাবন্দ
- তথ্য-প্রযুক্তি
- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ০৭
■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬
■ জুলাই ২০১৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্কাউটস [বাস্কা]-এর ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় সাধনসহ বাস্কার প্রতিটি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এক প্রাণবন্ত আর কার্যকর উদ্যোগ হলো এই মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ।

গত ২৬-২৯, ২০১৯ বাস্কার জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ২২ তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ। এবারকার অগ্রদূতের জুলাই সংখ্যায় বাস্কার প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা এই ওয়ার্কশপের ওপর বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি।

আশা করি এই প্রতিবেদনটি পাঠকদের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে।

একটা কথা বেশ প্রচলিত, বাঙালি সর্বংসহা জাতি। অর্থাৎ এ জাতির রয়েছে সব কিছুই সহ্য করার ক্ষমতা। সহ্য করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সকল প্রতিকূলতাকে জয় করেছি ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে। এবারও আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিরই জয় হয়েছে। আমাদের রোভারেরা উত্তরবঙ্গের বন্যাকালীন এবং বন্যা-পরবর্তী সময়ে দুর্গতদের সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, অবকাঠামো মেরামত ইত্যাদি করে তারই প্রমাণ রেখেছে।

সেইসাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনাও করছে তারা। আমরা বিশ্বাস করি, মহান সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় এই বৈরী অবস্থারও আমরা মোকাবেলা করতে পারব।

অগ্রদূতের প্রতিটি সংখ্যায় বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়। সেইসাথে আমরা নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনেও সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। প্রতিটি নিয়মিত বিভাগের পাশাপাশি ধারাবাহিক লেখাগুলোর নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশেও আমরা বদ্ধপরিকর। অনিবার্য কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলে আমরা বিব্রত আর ব্যথিত হই। আপনারা আমাদের অনিবার্য ব্যত্যয়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

মহান সৃষ্টিকর্তা সকলের সহায় হোন।

শুভ স্কাউটিং!

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

INBOX
Bangladesh Scouts
March 2019
১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট
10th Bangladesh & 3rd SAANSO Scout Ja

President asks scouts to stand against narcotics, extremism

FOCUSIGN on the importance of intensifying the scout movement across the country. President Abdul Hamid on Sunday asked scouts to take a stand against drug abuse and extremism.

"Take a stand against narcotics and extremism. Always uphold the spirit of freedom struggle, patriotism and duty towards making," the president told the scouts while inaugurating the 10th Bangladesh and 3rd South Asian Association of National Scout Organization Scout Jamboree 2019 at the National Scout Training Centre at Mouchak in Gazipur in the afternoon.

Abdul Hamid, also the chief scout, said: 'You will lead the nation tomorrow . You will build a hunger and poverty-free, developed and rich Bangladesh which founder president Sheikh Mujibur Rahman had dreamt of.

Nothing that the scout movement would help to save teenagers and the youth from falling prey to narcotics, fanaticism, communalism, and extremism, he said.

Only the scouts could help build a modern, progressive and creative new generation.

Abdul Hamid urged all, including guardians and scout leaders, to

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্কাউটসের ২২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ	৩
A Virtuous Poor Young Man	৭
FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)	৮
হজ্জ ক্যাম্পে সেবা দান : একজন রোভারের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা	৯
নৈচাবন্দ	১০
জোকস	১২
এক অমূল্য হাসির আদ্যোপান্ত	১৪
ডিএসএলআর ক্যামেরা ক্রয়ের আগে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com , pr@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্কাউটসের ২২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

গত ২৬-২৯ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্কাউটসের ২২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চলের প্রতিনিধি, জাতীয় সদর দফতরের প্রতিনিধিসহ মোট ১৭৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।

২৬ জুন ২০১৯ তারিখে রেজিস্টেশন কার্যক্রম এর মাধ্যমে ওয়ার্কশপের শুরু হয়। ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ সকালে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আরিফুজ্জামান এর উপস্থাপনায় প্রার্থনা সংগীত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন এর নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞা পুণঃপাঠ করা হয়। প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ভিত্তিক একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস এর পরিচালনায় মুক্তাঙ্গণে আইসব্রেকিং অনুষ্ঠিত হয়। আইসব্রেকিং-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী স্কাউটার জনাব ফারহানা শারমীন এবং সব থেকে বেশী বয়সী স্কাউটার জনাব কেরামত আলীকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দিত করা হয়। আইসব্রেকিং শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সেশন কক্ষে ফিরে যান। সেশন শুরুর পূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব রফিকুল ইসলাম খান বিগত সময়ে শাহাদাৎ বরণকারী স্কাউটারদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়া শেষে ওয়ার্কশপ পরিচালক ওয়ার্কশপ স্টাফদের সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং ওয়ার্কশপের বিভিন্ন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

ওয়ার্কশপে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও মেম্বারশীপ গ্রোথ) জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম Sustainable membership growth এর উপর ,

অফিসার অব দ্যা ডে জনাব আরিফুজ্জামান সিনিয়র লিডারদের সম্মাননা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব মাহবুবা খানম Key note paper এর উপর, বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস ২১ তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব নাজমুল হক নাজু বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তবায়িত কর্মসূচীর উপর প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। উক্ত সেশনে বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষে প্রফেশনাল স্কাউটস এক্সিকিউটিভ বৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের পর পুনরায় সেশন শুরু হয়। বৈকালিক সেশনের শুরুতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব আরিফুজ্জামান রিপন কোয়ালিটি স্কাউটিং ফর গ্রোথ এর উপর বিশদ আলোচনা করেন। কোয়ালিটি স্কাউটিং এর জন্য তিনি মিশন , ভিশন, স্ট্র্যাটিজিক প্ল্যান, এডুকেশন ম্যাথড, ফান্ডামেন্টাল অব স্কাউটিং , কমিউনিকেশন এন্ড এক্সটার্নাল রিলেশন, গর্ভনেন্স অ্যান্ড এসএসও সাপোর্ট ও এসডিজির উপর আলোকপাত করেন। পরিশেষে উল্লেখিত আলোচনার বাইরে জাতীয় সদর দফতরের আর কি করণীয় তা গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রুপে তিনটি করে সুপারিশ আহ্বান করেন।

মুজিববর্ষ পালন

মুজিববর্ষ পালনে জাতীয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও ইউনিট পর্যায়ে কি কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে সেশন উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস। তাঁরা বক্তব্যে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত এক বছরে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে মুজিববর্ষ পালনের জন্য গঠিত কমিটির বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। বর্ণিত কমিটির সভাপতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সদস্য সচিব হিসেবে প্রাক্তন মূখ্য সচিব জনাব কামাল আব্দুন নাসের চৌধুরীর কথা সবাইকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস থেকেও মুজিববর্ষ উদযাপনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে মর্মে তাঁরা সকলকে অবহিত করেন।

বছরব্যাপী বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণিত সময়ে আলোচনা, কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা, গ্রুপ ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সেমিনার, র‍্যালীসহ নানামুখি কার্যক্রমের কথা তাঁরা সকলকে জানান। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ স্কাউট থেকে আর কি কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সে বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক ও গ্রুপ ভিত্তিক উপস্থাপনা করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশনসহ মতবিনিময় করেন জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) এবং সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। তিনি স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের নানাবিধ কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত স্কাউটদের আর্থিক বিষয়টি শিওর ক্যাশের মাধ্যমে পরিশোধের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। বিচ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ইউনিটগুলো যেনো রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সকলকে জানান।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশনসহ মতবিনিময় করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব আতিকুজ্জামান রিপন। উপস্থাপনকালে তিনি অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, উপজেলা থেকে অঞ্চল পর্যায়ে ইয়াং এ্যাডাল্টদের অন্তর্ভূক্তি, গার্ল-ইন-স্কাউট দল গঠন, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বাস্তবায়ন, নিয়মিত প্যাক ট্রুপ ও ক্রু মিটিং বাস্তবায়নসহ চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

প্রবীণ লিডার ট্রেনার সম্মাননা

প্রবীণ লিডার ট্রেনার সম্মাননা বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে প্রবীন ১৫ জন লিডারকে সম্মাননা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, এলটি।

প্রধান অতিথি সংবর্ধিত লিডারগনকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন। সম্মাননাপ্রাপ্ত স্কাউটারগনকে বরণের পর স্বাগত জানান জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মো: মহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। তিনি ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে এ ধরণের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

অত:পর তিনি প্রধান অতিথি মহোদয়কে ২০১৮-২০১৯ সালের পারফর্মেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ হলো বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান চালিকা শক্তি যার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সকলে একই প্লাটফর্মে থেকে জবাবদিহিতার আওতায় এসেছে"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানে দু'টি করে ইউনিট খোলার ও নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক চেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্কাউটিং এর বিভিন্ন কাজে প্রবীণ স্কাউটারদের সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আইসিটির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে ঘরে বসে কোর্সের একটি অংশ সম্পন্ন করে কোর্স এর মেয়াদ কমিয়ে আনা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠান শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ, এলটি চত্বরের উদ্বোধন ও ডিনারে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

২য় দিন

২৮ জুন ২০১৯ শুক্রবার, প্রাত:রাশ শেষে সকাল ৭.৪৫ মিনিটে অফিসার অফ দ্যা ডে হিসেবে জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মো: তৌফিক আলীর উপস্থাপনায় প্রার্থনা সংগীত ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অত:পর ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞা পাঠ করা হয়। প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখানো হয়।

গতদিনের সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আকারে পেশ করেন স্কাউটার মোঃ আক্তারুজ্জামান, এলটি ও স্কাউটার মোঃ আবুল খায়ের, এলটি, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। রিপোর্ট প্রনয়ন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন স্কাউটার ফাহমিদা, এএলটি, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক নাজু এর সঞ্চালনায় 'কোয়ালিটি স্কাউটিং ফর গ্রোথ' বিষয়ে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের করণীয়সমূহ অঞ্চলভিত্তিক ও গ্রুপভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়।

প্রথমেই ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় স্কাউট সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়। প্রথমে জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জনাব মো: মোহসীন প্রকল্প বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে অংশগ্রহনকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি তাঁর আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে ৩ টি প্রকল্প চলমান

ক) বাংলাদেশ স্কাউটস সম্প্রসারণ ও শতাব্দীভবন নির্মাণ প্রকল্প।

খ) সিলেট আঞ্চলিক ও মৌলভিবাজার জেলা স্কাউটস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

গ) আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই, কুমিল্লা এর দুইটি নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। যথা- i) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) ii) চায়না-বাংলা ফ্রেন্ডশীপ প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা প্রকল্পে বরাদ্দ আছে। উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে শতাব্দী ভবন নির্মাণ, অ্যানিমেশন ষ্টুডিও নির্মাণ, অডিটোরিয়াম সংস্কার, কুমিল্লা আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেশন হলের সংস্কার, চাঁদপুর জেলা স্কাউট ভবনের সম্প্রসারণ কুমিল্লা আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্রের টয়লেট ব্লক নির্মাণ, মেহেরপুর জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কার, মুক্তাগাছায় টয়লেট ব্লক নির্মাণ, সিরাজগঞ্জ মেহেরপুর জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কার, নোয়াখালি জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কার, সুনামগঞ্জ জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কার, রাজবাড়ী জেলা স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ ও সংস্কার, রাজশাহী আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টয়লেট ব্লক নির্মাণ, চট্রগ্রাম আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের টয়লেট ব্লক নির্মাণ, খুলনা আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে টয়লেট ব্লক নির্মাণ, সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার গবেষণা মূল্যায়ন জনাব মো: মাহমুদুর রহমান বিগত বছরের কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রথমে মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা দেন। তিনি বলেন, "উৎস বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, টিম ওয়ার্ক; এই ৩টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়"।

অতপর তিনি পর্যায়ক্রমে গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগ, আর্টস এন্ড ডিজাইন বিভাগ, সাধারণ সেবা বিভাগ, সমাজ উন্নয়ন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, সংগঠন বিভাগ, স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ বিভাগ, আন্তর্জাতিক বিভাগ, প্রোগ্রাম বিভাগ, স্কাউট শতাব্দীভবন নির্মাণ প্রকল্প, স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগ, ফাউন্ডেশন বিভাগ, জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ, বিধি বিভাগ, ভূ সম্পত্তি বিভাগ, আই সি টি বিভাগ, মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এর মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। মূল্যায়নে Excellent, Very Good, Good ক্যাটগরিতে বিভক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক বিভাগ নিয়ে মতবিনিময় করেন জাতীয় কমিশনার জনাব রফিকুল ইসলাম খান (আন্তর্জাতিক), জাতীয় উপ কমিশনার জনাব ফাহমিদা। জাতীয় কমিশনার বলেন, "বাংলাদেশ স্কাউটস এর আন্তর্জাতিক বিভাগ আন্তর্জাতিক স্কাউটিংয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের ভাবমূর্তি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনসহ অন্যান্য দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সার্কুলার, নিয়মিত প্রকাশসহ বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল অঞ্চলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বাছাই করে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ইভেন্টে পাঠানো ব্যবস্থা করে থাকে। দেশে ও বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও ভিসা অ্যাপ্লিকেশন কেন্দ্রের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নোট ভার্বালের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও ভিসা প্রসেসিং, এয়ার লাইন টিকেটিং এর ব্যবস্থা করা হয়। গত বছরের তুলনায় এবার আন্তর্জাতিক বিভাগের কার্যক্রম বহুমাত্রিক হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, মোট ১৯টি দেশে ৩৩টি কার্যক্রম হয়েছে তাতে ৭৫৪ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার তাঁর বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "জাতীয় পর্যায়ে একটি দক্ষ মিডিয়া টিম গড়ে উঠেছে। পূর্বে বিভিন্ন ইভেন্টের একটি ডকুমেন্টরী তৈরি করতে ২-৩লক্ষ টাকা খরচ হতো। বর্তমানে মিডিয়া টিম গঠনের কারণে এই টাকা সাশ্রয় হচ্ছে"। তিনি আরো বলেন, "জাতীয় সদর দফতরের শুধুমাত্র সক্ষমতা অর্জিত হলে হবে না এই সক্ষমতা অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অর্জিত হতে হবে। সেই লক্ষ্যে তাঁর বিভাগ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে"।

জাতীয় উপ কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব তাহসিন আলম বাংলাদেশ স্কাউটসের উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময়

করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর নব্য নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। যা ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রানবন্ত।

মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউট) বিভাগের কর্মকান্ডের স্বচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর সদস্য সংখ্যা হলো মোট সংখ্যার ১২%। এটিকে ৩০% এ উন্নিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, "মেয়েদেরকে কোটার ভিত্তিতে নয় বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে মেয়েদেরকে স্কাউটিং করার সুযোগ দিতে হবে"। এই আহ্বানের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। তিনি বলেন, "কোর্স সমূহে যাতে গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে"। তিনি ট্রেনারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) এস,এম, ফজলুল হক আরিফ ফাউন্ডেশন বিভাগ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁকে সহায়তা করেন জাতীয় উপ কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব ফয়জুর রহমান। তিনি বলেন, "সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পেশাজীবীগণদের সমন্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস এর হার্ট হলো বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশন"। তাই ফাউন্ডেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকলকে সহযোগীতা করার আহ্বান জানান।

জনাব আমিনুল এহসান খান পারভেজ (এ্যাডাল্ট-ইন-স্কাউটিং) বিভাগের পক্ষ থেকে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, "এই ওয়ার্কশপে এআইএস বিভাগ থেকে একটি বই বিতরণ করা হয়েছে। এই বইটি পড়লে আইএস বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন"। তিনি এ্যাডাল্ট লিডারদের আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সকলকে আচরণবিধি পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর তিনি আগামী বছরের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে, পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সেশনের সমাপ্তি ঘটান।

সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন জনাব নুরুল ইসলাম, জাতীয় উপ কমিশনার, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন। তিনি ২০১৮-২০১৯ সালের বাস্তবায়িত কর্মসূচির স্ব-চিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এছাড়াও হজ্জ ক্যাম্পে রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটদের সেবাদান ও হজে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব আইকে সলিমুল্লাহ খন্দকার। তিনি বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে, ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেজড স্কাউট ক্যাম্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মাহমুদুর রহমান, জাতীয় উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন)। এরপর স্কাউট শপ ও সাপ্লাই সার্ভিস এর জাতীয় উপ কমিশনার এ্যাডভোকেট খান মোঃ পীর এ আজম আকমল, তাঁর বিভাগের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি স্কাউট শপের তৈরিকৃত বই ব্যাজ ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর সবিস্তারে আলোচনা করেন।

সোশ্যাল নাইট

মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ সমাপনী দিনে সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে সোশ্যাল নাইট শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল করিম। এই অনুষ্ঠানে চলতি বছর প্রশিক্ষণ বিভাগের বিভিন্ন কাজের সহায়তা দানের জন্য ৩২ জন স্কাউটারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি ও সংবর্ধিত নেতৃবৃন্দসহ সকল অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। তিনি তাঁর বক্তব্যে ওয়ার্কশপে গৃহীত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। তিনি বলেন, "অঞ্চল থেকে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় সদর দফতরে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যাতে অনুমোদন দেয়া হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন"। অত:পর সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমরা অনেক অর্জন করেছি। আমাদের এই অর্জনের সূচনা হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির হাত ধরে। আগামীতে বাংলাদেশ স্কাউটসের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে"। অত:পর সংবর্ধিত প্রশিক্ষণ টিমের সদস্যগণকে ক্রেস্ট, সনদ ও পুরস্কার হিসেবে ২,০০০/- হাজার টাকার প্রাইজবন্ড প্রধান অতিথির মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ আব্দুল করিম বলেন, "লিডার ট্রেনার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি গৌরবান্বিত অর্জন। স্কাউটিং একটি মহা আন্দোলন। ২১ লক্ষ স্কাউট তৈরির লক্ষ্যে আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছি। বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব দরবারে অত্যন্ত সুনামের অধিকারী"।

এপিআর জাম্বুরী যাতে আকর্ষণীয় ও কোয়ালিটি সম্পন্ন হয় এজন্য সকলকে সমন্বয় সাধন করে একত্রে কাজ করতে আহ্বান জানান। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

সবশেষে গ্রুপ ফটোসেশনের মাধ্যমে ২২তম মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

■ বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **জন্মজয় কুমার দাশ**
সহঃ সম্পাদক
অগ্রদূত

A Virtuous Poor Young Man

Once upon a time, there was a virtuous poor young man and he was trying to gather food. He keeps nothing everyday his food would disappear. One day he caught the mouse that kept stealing his food. Ahh, you mouse? Why are you stealing my food ? I'm a homeless poor man. Go steal from the richer people. They won't ever notice it! But it's my destiny to steal from you! What? Why? Because, it is your destiny that you can only have eight items in your possession. No matter how much you beg , that's all you will be able to have.

The homeless young poor man was shocked and heartbroken as well. Who would want to have such hard luck.

Ahah, Why is that my destiny? I don't know that. you should try and ask the Lord Buddha. May be he will know. So, the homeless poor man begins his journey to find Lord Buddha. He travels the whole day and at dusk he finds himself in a wealthy family's estate. tired and sleepy he decides to spend the night there. So, he goes to knock on their door.

Good sir, It's getting dark and I am new here. Can I spend the night here please? Ok. come on in. as the young man enters his house, the man (house owner) asks. young man why and where are you traveling so late. Ohh, I have a question for the Lord Buddha, and I am going to meet him! just then the rich man's wife arrives hearing this.

Can we give you a question to ask the Lord Buddha. Oh. Ok. I guess I can ask on your behalf. What is your question ma-am? Oh, we have a 16 years old daughter who can't speak. We just want to ask what do we have to do to have her speak.

So, the next morning the young man thanks them for shelter. and assures them that he would ask their question to Lord Buddha.

Farewell and he continues his journey and sees a sea of mountains that he has to cross. Oh, lord. how do I cross this now?

He climbs up one mountain and he meets a wizard. dear sir, can you help me cross this? (mountain)

Hop on and the young man hops on the wizard's staff. The wizard uses his staff to take the young man and himself. and flies them across the sea of mountains. As they fly above the sea of mountains, the wizard asks the young man. Where are you going? Why are you deciding to cross these mountains? I am going to meet and ask the Lord Buddha a question about my destiny.

Oh really? Can I please give you a question to ask the Lord Buddha? I have been trying to go to heaven for a thousand years according to my teaching. I should be able to go to heaven now.

Can you please ask the Lord Buddha. What Do I have to do to get to heaven? Of course, I'll ask your question for you. (get down for the wizard) As he continues on his journey, he runs into his last obstacle, which is a river that he cannot cross. Oh boy! Now how do I cross this wild deep river? Luckly he meets a giant turtle, who decides to take them across the river. As they're crossing the river the turtle asks. Where are you going? I am going to meet the Lord Buddha. and I am going to ask him a questions about my destiny.

would you please ask a question for me. Sure! What is it?

I have been thinking to become a dragon for five hundred years. According to my teaching, I should have become a dragon by now.

Can you please ask the Lord Buddha, What do I have to do to become a dragon?

Thank you dear turtle for taking me cross the river. You are welcome. And don't forget my question! of course not! I'll ask your question for you. The young man continues his journey to seek the Lord Buddha. and finally reaches where He (The Lord Buddha) resides. The young man stands in front of the monastery and takes a deep breath. Ahh here I am finally meeting the great Buddha! So, the poor young man walked on, Spirited and excited. ready to ask his and other's questions?

And as he enters and he bowed in front of the Lord Buddha.

(To be Continue)...

■ **Writter: Unue Ching Marma**
Director
Bangladesh Scouts

FIRST NATIONAL ROVERMOOT (NEPAL)

It was the first international camp I attended. The journey started on 29th May 2018 from Bangladesh. We headed to Kathmandu with a team consisted of 30 members, including Rovers and Leaders. It took around an hour and half to reach Kathmandu Airport. The journey for this short period of time was tremendous since I got the chance to meet and talk with lots of Rovers who joined up from different districts and parts of Dhaka. After landing we went to fill in our visa form which was done through online. We had to fill it up since the category of visa was "Port Entry". We had all our necessary documents with us but we needed nothing as we were invited to attend the Rover Moot taking place in Pokhara, Kaski. The people from the immigration department were way to humbled and helpful to all of us. They left two booth for us along with helping hands so that we face no difficulties while filling in. We came out of the airport with our visa and luggage very swiftly and took free sim from the exit point.

After stepping out of airport, we have seen the Scouts of Nepal along with Gopal Sir came to welcome us and receive us towards the destination. They welcomed us following their traditional rituals. They welcomed us with flower garland and handmade Nepali scarf. The moment was mesmerizing. We then headed towards our vehicle and it was a huge Mercedes Benz bus fully air conditioned and with comfortable seats.

It took around 45 minutes to 1 hour to reach the Scout Headquarter. We had our lunch there that was arranged in a nearby restaurant with the head quarter. They arranged exactly the food we have. They gave us a bowl of rice with chicken curry and gave 100% assurance that the food was halal. The entire view of the restaurant was beautiful and some of the parts were all decorated with antique pieces.

In the evening, we dressed up to go for a roundabout tour to see all the sights of Kathmandu since we just stayed for a day there. As the month was May, means it was their Moonsoon season which means anytime it could rain and indeed it happened. Once when we started our journey it started to rain yet we all had our own precautions with us since we checked the weather pattern before heading. We had all our equipments those were needed. Whether it rained or not, we went and continued to explore as much as we could.

We first visited the biggest mosque of Kathmandu named NEPALI JAME MASJID. The view was beautiful and it was huge. Not only that I've seen people cleaning the entire mosque every second they were giving best to keep the entire site clean. There were fans located all around the mosque so that people don't feel hot and they had ample space to provide people while praying. Besides, it was Ramadan going when we arrived for our camp and among we 30 people, many of us were fasting, they even offered us ifter but we had it in a different place since we had less time and witness more. After the masjid visit we visit a church and went to Darbar Square where the entire place was surrounded with temples and huge sculptors, we then headed towards the scout shop of Kathmandu which was not huge. The size of the shop was narrow...

(To be Continue)...

■ Written By: Nazia Nusrat Shamma
10th Kingshuk Sea Scouts Group
Dhaka Sea Region

হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদান : একজন রোভারের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা

স্কাউটরা সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত। সেবা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে এমন সেবাদানের অনুভূতি খুব কম ই আছে যা তাদের শরীর ও মনকে একই সাথে সুখকর ও গৌরবের অনুভূতি এনে দিতে পারে। আজ আমি আপনাদের জানাব এমনই একটি সেবাদানের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। যেটি সেই ১৯৭৪ সাল থেকে এ দেশে চলমান। প্রতি বছর প্রায় এক মাসের ও অধিক সময় ধরে চলে এ কর্মযজ্ঞ যার নাম, হজ্জ ক্যাম্প। হজ্জ ক্যাম্প শব্দটি মাত্র দুটি শব্দের হলেও এর ব্যাপ্তি অনেক। কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে কতশত স্মৃতিময় ঘটনা।

সারাদেশের প্রায় সকল জেলা হতে রোভার স্কাউটরা অংশ নেয় এ সেবা কার্যক্রমে। সবার কাছেই এই সেবাদান আবেগের, গৌরবের এবং ভালোবাসার। তবে যে যাই বলুক না কেন আমি মনে করি এটি আসলে সর্বোওম সেবা দানের সুযোগ।

এই ক্যাম্পে দিন ও রাতে চারটি ভিন্ন শিফটে ছয় ঘন্টা পর পর, ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পালাক্রমে সেবা দিয়ে থাকে রোভার স্কাউটরা। হজ্জ যাত্রীদের তথ্য, আবাসান, স্যানিটেশন, জরুরী সেবা, আপ্যায়ণ, নিকট আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ, মেডিকেল, লজিস্টিক সাপোর্টসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অন্যান্য সংস্থা ও বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে রোভার স্কাউট সদস্যরা। এছাড়াও বয়স্ক ও অসুস্থ হজ্জ যাত্রীদের জিনিসপত্রসহ নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়াসহ ইমিগ্রেশন ও ভিসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রোভার স্কাউটরা হাসি মুখে সেবা দিয়ে থাকে।

কিন্তু নামমাত্র মূল্যের খাবার আর একটি উন্মুক্ত আবাসস্থলে গাদাগাদি করে মেঝের বিছানায় ঘুমিয়ে দিনে রাতে ১২ ঘন্টারও অধিক সময় সেবা দান কেন করছেন? গণমাধ্যমকর্মী থেকে সাধারণ মানুষের এমন কৌতুহলী প্রশ্নে রোভার স্কাউটরা বেশ সাবলীলভাবেই জবাব দিয়ে থাকে। নিজেরা সামান্য কষ্ট সহ্য করে হলেও সান্মানিত হজ্জ যাত্রীদের সেবা দানেই তাদের যত আনন্দ। প্রতিদান প্রত্যাশী না হলেও হজ্জ যাত্রীদের থেকে তারা যে দোয়া-আশির্বাদ ও ভালোবাসা পায় তা কোন মূল্য দিয়েই মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে হজ্জ ইবাদাতটি সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য ফরজ। ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক কারণে বেশির ভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থের একটি অংশ ব্যয় করেন হজ্জ ব্রত পালনে । মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে জীবন সায়াহ্নে এসে এ ইবাদাতটি করে থাকেন অনেকেই। সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকুরীজীবী, শিক্ষক, এমনকি ব্যবসায়ীরাও তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় করা বা পেনশন এর অর্থ দিয়ে জীবনের শেষ ভাগে এসে এ ইবাদাতটি করতে চান। বয়স্ক হওয়াতে অনেকেরই স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে অসুবিধা হয়। কেউবা শারীরিকভাবে কম সুস্থ থাকেন। আবার অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও সেবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হননা। হজ্জ যাত্রীদের যার যেমন সমস্যাই হোক না কেন সকল কিছুর সমাধান ও সেবার জন্য ভরসা ও নির্ভরতার প্রতীক রোভার স্কাউট সদস্যরা। যারা হজ্জ ক্যাম্প এলাকায় সদা সর্বত্র সেবার মানসিকতা নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকে।

রোভার স্কাউটদের সেবাদানে মুগ্ধ হয়ে বলা জনৈক হজ্জ যাত্রীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, "নিশ্চয়ই আল্ল-াহ আপনাগো এ কাজের উওম বদলা দিব। ইনশাআল্লাহ!"

■ লেখক: রোভার আতিক মাহমুদ
ঢাকা জেলা নৌ রোভার স্কাউট দল

নৈচাবন্দ

ব্রিটিশ-ভারতে ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ডা. জেমস ওয়াইজ। ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে করা ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। এই রিপোর্ট থেকে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল। হিসাব করলে দেখা যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন।

২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে সুবর্ণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।

জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় ২ শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে।

সেই সমস্ত পেশার শিকড় সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখাগুলোতে।

কাঁদে ছিদ্রযুক্ত নারকেলে খোসার মাথায় কাঠের নল লাগানো হয়। নলের মাথায় মাটির কলকি বসানো হয়। এই হলো হুকা। নারকেলের খোসায় পানি আর কলকিতে আগুন আর তামাক দিলে হুকা পানের জন্য প্রস্তুত। নারকেলের খোসা বা নৈচা, কাঁঠের নল আর মাটির কলকি এই তিনটি উপাদানে হয় হুকা বা হুক্কা। নৈচা আর কলকির সংযোগ নল বা নালীকে বলা হতো নৈচাবন্ধ।

একসময় বিশ্বের বহু দেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে মানুষ ঢাকায় আসত। কারণও ছিল; মসলিন, অর্থলগ্নি, লবণ-গাঁজা-চামড়ার ব্যবসা করে তারা রাতারাতি জমিদার বনে যান। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হিন্দুরাই ছিল সেই সময়ের প্রধান কুশলী। এসব বড় ব্যবসায়ীদের চিত্ত-বিনোদন ও ফাই-ফরমাসের জন্য সেই সময় গড়ে ওঠে অনেক ক্ষুদ্র পেশা। ১৮৩৮ সালে আদমশুমারিতে প্রাপ্ত ঢাকা শহরের পেশাজীবীদের তালিকা থেকে অন্যান্য পেশার সঙ্গে কাঠকয়লা-হুঁকার গোলা বিক্রেতা ও নৈচাবন্দ তৈরির কারিগরদের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মীজানুর রহমান তাঁর 'সেকালের ঢাকা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "...হিন্দুদের হাতে ছিল বড় বড় ব্যবসা। ওরাই ছিল ডাক্তার, উকিল, আমলা, শিক্ষক, প্রকৌশলী। ঢাকার সম্পন্ন আর সম্ভ্রান্ত এলাকাগুলোর প্রায় সবগুলোতেই ছিল ওদের একচেটিয়া দখল– ওয়ারী, গেণ্ডারিয়া, আরমানিটোলা আর পুরানা পল্টন,

শান্তিনগর। দেয়ালবেষ্টিত, বাগানওয়ালা সুন্দর সুন্দর বাড়ি, গেটে দারোয়ান, কারো গ্যারেজে আনকোরা গাড়ি। ব্রিটিশরাজ ওদেরই পৃষ্ঠপোষণ করত। সেকালে, তাই অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দু বাবুরাই ছিল ক্ষমতাধারী লোক। ওদের ছেলেরা পড়ত ভালো ভালো স্কুলে; পোগোজ, জুবিলী, নবকুমার। প্রতি বছর স্কুলবোর্ডে পরীক্ষায় ওরাই একচেটিয়া দখল করে থাকত প্রথম থেকে দশম স্থান। ওরাই যেত জগন্নাথ কলেজে বা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যেখানে মুসলমান ছেলেরা যেতে সাহস পেত না। হিন্দুদের মধ্যে যারা তেমন অবস্থাপন্ন ছিল না তাদেরও উপার্জন ছিল সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশি।" আর এটা হওয়ার কারণ হলো হিন্দুরাই ছিল এই সমতটের আদি বসবাসকারী। মুসলমানরা এই সমতটে নব্য এবং অনাহুত।

ঢাকার নিম্নবর্গের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, ঢাকার আদি পেশাজীবীদের সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। সে কারণে ঢাকার পেশাজীবীদের আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকার অনেক ব্যক্তিচরিত্র। এতে তৎকালীন ঢাকার জীবনযাত্রার খণ্ডিত কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

ডয়লির আঁকা একটা ছবিতে হুঁকার কয়েক প্যাঁচের নল, পাত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র থেকে ও প্রাচীনকালে ঢাকায় হুঁকার ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ছবি থেকে ধূমপানের বিশাল আয়োজন স্পষ্ট। সেই সময় বাংলা বা ঢাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠী তামাকে আসক্ত ছিল। ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজের কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যায়, সেই সময়ের ঢাকার সমাজজীবনে তামাক বা হুঁকার ব্যবহারের ব্যাপারে। ওয়াইজ তার বইতে লিখেছেন, "বাংলার নয়-দশমাংশ লোকই তামাক সেবন করতেন"। ধারণা করা হয়, ভারতবর্ষে প্রথম তামাক চাষ শুরু হয়েছিল সম্রাট আকবরের আদেশক্রমে। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী তামাক থেকে শুরু করে হুঁকার বিভিন্ন অংশ তৈরি করত। সেই সময় নৈচা বা হুঁকার নল প্রস্তুতকারকদের 'নৈচাবন্দী' এবং হুঁকার টিকা তৈরিকারকদের 'টিকাওয়ালা' বলা হতো।"

ঢাকার মহল্লাগুলো পেশার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নাম সুপ্রাচীন ঢাকারই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সযত্নে বহন করে চলেছে। তাদেরই একটি টিকাটুলী। নৈচাকর আর টিকাওয়ালা দুটি পেশাই হুঁকার সঙ্গে জড়িত। এক সময় হুঁকা টানার বেশ চল ছিল বাংলার মুল্লুকে। আর ঢাকার এই নৈচাবন্দটোলা আর টিকাটুলী ছিল হুঁকিখ্যাত।

ঢাকায় হুঁকার নল বা নৈচা প্রস্তুত কারিগররা পরিচিত ছিল নৈচাবন্দী নামে। ঢাকায় হুঁকার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শহরের প্রায় সব শ্রেণিই হুঁকায় আসক্ত ছিল। ঢাকার নৈচার বেশ নামডাক ছিল, কারন এখানকার নৈচা ছিল বেশ পাতলা ও মজবুত। বিভিন্ন ধরনের হুঁকার জন্য আকর্ষণীয় ও নানা আকার-আকৃতির নৈচা তৈরি হতো ঢাকায়। এর মধ্যে প্যাঁচ বিশিষ্ট, ঋজু এক খামা বা এক বাঁক বিশিষ্ট, দেড় খামা, দো খামা, চৌগানী, পরওয়ান, টাফ, ইয়ারখামা, পাতাপ্যাঁচ, চোগাই বাহারী সব নাম। সমগ্র বাংলা ও আসামে ঢাকা থেকে নৈচা সরবরাহ করা হতো। ঢাকার নৈচা তৈরির কারিগররা এক সঙ্গে এক এলাকায় বসবাস করত। তাদের বসবাসের এলাকার নাম পরবর্তীতে তাদের নামানুসারে নৈচাবন্দটোলা নামে পরিচিতি পায়। ওয়াইজঘাটের কাছাকাছি সেই এলাকাটি পরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নৈচাবন্দরা তাদের বসতি নিয়ে শহরের অভ্যন্তরে চলে আসে।

১৮৮৩ সালে জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস কাস্ট অ্যান্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেন, "আজকাল ঢাকার হুঁকার নল বানানোর ব্যবসা যেমন রমরমা, তেমনি লাভজনক।' ঢাকা শহরে প্রায় একশ' পরিবার আছে যাদের একমাত্র কাজ হুঁকার নল বানানো। শিশু, জাম, জারুল ও শিমুল কাঠ দিয়ে নৈচা বানানো যায়। লোহার লম্বা শূল দিয়ে কাঠ গর্ত করে তারপর সেটাকে আকারে আনা হয়। ধনী লোকেরা সাধারণত হুঁকার নল ব্যবহার করেন, তা বানানো হয় আবলুশ কাঠে। ...হুঁকার নল বিভিন্ন রকম যেটা সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে, সেটা হলো প্যাঁচানো। দেড় প্যাঁচ দিয়ে বানায় সেটাকে বলে দেড়-খাম। অনেক প্যাঁচ যেটাতে সেটা হলো সত্তর-খাম। ... যে উপকরণ দিয়ে নৈচা বানানো হয় তার নামকরণ হয় সেই উপকরণের নামে। ধূমপায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ খসখস দিয়ে মোড়ানো হুঁকার নল পছন্দ করেন। কেননা, খসখস পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে গড়াগড়া টানলে যে ধোঁয়া বের হয়, তা হয় শীতল ও স্নিগ্ধ। আবার কেউবা হুঁকার নলে পুঁতি বসিয়ে নেয়, কিংবা নলটা মুড়িয়ে নেয় রুপার তার দিয়ে, নয়তো দামি পাথর বসায়।"

পরে বিড়ি-সিগারেটের আধিক্যের ফলে হুঁকার ব্যবহার কমতে থাকে। নৈচা তৈরি শিল্পের বিলুপ্তি ঘটে। নৈচা কারিগরদের বিলুপ্তি ঘটলেও, হুঁকা কিন্তু নব রূপে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছনের ঘরের ছলিমদ্দিনের হুঁকার টান এখন জাতে উঠেছে। গুলশান-বনানীতে অভিজাত মানুষ শান্তির টান দেয় সিসা নাম নিয়ে ছলিমদ্দিনের হুঁকার আরাবীয় নব সংস্করণে।

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

জোকস

(১) এক বনে এক কাক বাস করতো। কাকটি তার জীবন নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিন সে একটি রাজহাঁস দেখতে পেল।

কাকটি ভাবলো, আহা! রাজহাঁস কতই না সুন্দর! নিশ্চয়ই সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পাখি। কাকটি তার এই ভাবনার কথা রাজহাঁসকে জানালো।

রাজহাঁস জবাব দিলো, "আসলে, আমি ভাবতাম আমিই বুঝি এখানকার সবচেয়ে সুখী পাখি যতক্ষণ না আমি একটি টিয়াকে দেখলাম। টিয়ার গায়ে আছে দুধরনের রং। তাই এখন আমি মনে করি, টিয়াই হলো সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সুখী পাখি"।

কাক এরপর গেল টিয়ার কাছে। টিয়া তাকে বললো, "আমি ছিলাম খুব খুব সুখী, যতক্ষণ না আমি ময়ূরকে দেখতে পেলাম। আমার গায়ে তো মাত্র দুটি রং, আর ময়ূরের শরীরে কত বর্ণেরই না সমাহার!

কাক এরপর চিড়িয়াখানায় গেল ময়ূরের সাথে দেখা করতে। সেখানে সে দেখতে পেল, ময়ূরকে দেখতে শত শত মানুষ ভিড় জমিয়েছে। সবাই চলে যাওয়ার পর, কাক ময়ূরের কাছে গেল। "ও ময়ূর, তুমি দেখতে কতই না সুন্দর! তোমাকে দেখতে প্রতিদিন হাজারো মানুষ ভিড় জমায়। আর আমি? আমাকে দেখলেই মানুষ দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই জগতের সবচেয়ে সুখী পাখি।

ময়ূর জবাব দিলো, "আমিও ভাবতাম, আমিই বোধহয় এই গ্রহের সবচেয়ে সুন্দর এবং সুখী পাখি। কিন্তু এই সৌন্দর্যের কারণে আমাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি এই চিড়িয়াখানা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি কাকই হচেছ

একমাত্র পাখি যাকে কখনোই খাঁচায় বন্দি করা হয় না। তাই গত কদিন যাবত আমি ভাবছি, ইশ! আমি যদি কাক হতাম, তাহলে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারতাম।"

(২) পাড়ার এক ছেলে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের হোজ্জা কাছে অঙ্ক বুঝতে এসেছে। হোজ্জা আবার অঙ্কে একেবারে অজ্ঞ। তাই বলে ছেলেটির কাছে ছোটও হতে চাচ্ছিল না। নিজের দুর্বলতা গোপন করে তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন, বল, কোন অঙ্কটা বুঝতে পারছিস না?

ছেলেটা বলল, একটা ঝুড়িতে ৫০ টা কমলালেবু ছিল। ১৫ জন ছাত্রকে সমান ভাগ করে দিতে হবে। ঝুড়ি খুলে দেখা গেল তার মধ্যে ১০টা কমলালেবু পচে গেছে। তাহলে কয়টা কমলালেবু কম বা বেশি হবে?

একটু মাথা চুলকে হোজ্জা বললেন, অঙ্কটা কে দিয়েছে রে?

ছেলে জবাব দিল, স্কুলের মাস্টারমশাই।

হোজ্জা রেগে বললেন, তোর কেমন স্কুল রে! এমন বাজে অঙ্ক দিয়েছে? আর তোর মাস্টারমশাইয়েরও জ্ঞানবুদ্ধি একেবারেই নেই। আমাদের ছেলেবেলায় এ রকম অঙ্ক কখনো দিত না। আমাদের অঙ্ক থাকত আপেল নিয়ে। কমলালেবু তো পচবেই। আপেল হলে পচত না, আর অঙ্কটাও তাহলে সোজা হয়ে যেত। যেমন তোর পচা মাস্টার তেমনি তোর পচা অঙ্ক। এখন কেটে পড় দেখি, পচা কমলালেবুর বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে।

ছেলেটা আর কী করে! অঙ্ক না করেই বাড়ি ফিরে গেল।

ধাঁধাঁ

$$4\sqrt{5}\,\frac{1}{\sqrt{5}} \div 4\sqrt{5} = ?$$

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন:

a) $4\sqrt{5}$ c) $\sqrt{5}$

b) $80\sqrt{5}$ d) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর '৫'

(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:

bsagrodoot@gmail.com , j.m.kamruzzaman@gmail.com

অগ্রদূত জুন'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৫জনের নাম নিচে দেয়া হল:

১. তামান্না সরকার
কাব স্কাউট লিডার, পাঁচঘড়িয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ

২. মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী রোভার মেট, সরকারি তোলারাম কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

৩. মো. আরিফ বিল্লাহ্ আনাম
সিনিয়র রোভার মেট, পীরগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঠাকুরগাঁও

৪. আব্দুস সামাদ সিয়াম
নোয়াখালী সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, নোয়াখালী

৫. শাহাদাৎ রনি
রোভার মেট, চাঁদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, চাঁদপুর

(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকাসহ সারাদেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসাধারণের মাঝে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর এডাল্ট লিডারবৃন্দ, রোভার স্কাউটস এবং স্কাউটস একযোগে ঢাকাসহ সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে। ২৬ জুলাই ২০১৯ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এবং বিকাল ৩.০০ টায় মিরপুর আইডিয়াল গার্লস স্কুল ও কলেজর অডিটরিয়াম, মিরপুর-১০ ঢাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষে ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও স্কাউট লিডারগণের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রতিনিধিবৃন্দ, ঢাকা জেলার স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার এর স্কাউটস, রোভার, স্কাউটারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৮ জুলাই ২০১৯ রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর এর শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক ১ম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভবৃন্দ, ঢাকা জেলা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস এবং ঢাকা জেলা রোভার এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক একটি কর্ন্ট্রোল রুম খোলা হয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্কাউট ও রোভাররা ঢাকা সহ সারাদেশে একযোগে কাজ করছে। ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডকে মোট ২০ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। ২০ টি জোনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে ১০ টি জোন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ১০টি জোনে ভাগ করা হয়। মোট ১৮৬ জন এডাল্ট লিডারদের তত্ত্বাবধানে ৩,৫০০ জন স্কাউট এবং রোভার স্কাউট জনসচেতনতা তৈরির লক্ষে কাজ করে। স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা এডাল্ট লিডারদের তত্ত্বাবধানে সকল বাড়িতে যাচ্ছে এবং ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা মূলক লিফলেট প্রদান করে এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে। এসময় তারা বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় এডিশ মশার লার্ভা সনাক্ত করে এবং ধ্বংস করে। এছাড়া ময়লা আবর্জনাযুক্ত স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় পানি জমে থাকা স্থানে ফগার মেশিনের সাহায্যে কীটনাশক প্রদান করে।

হজ্জ ক্যাম্পে রোভারদের সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন

১ জুলাই ২০১৯ , সোমবার, বিকাল ৫.৩০ মিনিটে ঢাকার আশকোনাস্থ হজ্জ ক্যাম্পে সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মো: আব্দুল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির আহবায়ক মো. ফসিউল্লাহ্, বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস এবং রোভার লিডার ও রোভার স্কাউটবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ

স্কাউটস। এই ক্যাম্পে একদিনে ৩০ জন রোভার স্কাউট সেবা দান করে।

এক অমূল্য হাসির আদ্যোপান্ত

পরীক্ষা শেষ। হাতে রয়েছে বেশ খানিকটা অলস সময় । তাই ডুব দিতে চাইলাম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, কোন এক বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে । বেছে নিলাম শওকত উসমানের বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রীতদাসের হাসি"।

পড়া শেষে সাহস করে একটা রিভিউ ও লিখে ফেললাম বইটার।

বইটির উৎসর্গের লেখাটা প্রথমেই নজর কাড়ে -

"নীড় আর নীল আকাশের ডাক
মাঝখানে থাকে কতো ফাঁক
সবই পূর্ণ করে দাও তুমি
তাই সদা কুসুমিত চিত্ত-বনভূমি।"

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান দৈবক্রমে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি পান তাঁর সহপাঠিনীর বাড়িতে বেড়াতে যেয়ে। তাঁর সহপাঠীর দাদা শাহ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরীর কাছ থেকে তিনি এই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সময় এই পাণ্ডুলিপি হিন্দুস্থানে আসে। নানা হাতবদলের মাধ্যমে আসে শাহ সুজার কাছে। তিনি আরাকান পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদের এক ওমারাহের কাছে রেখে যান। সেখান থেকে জৌনপুর। সেখান থেকে ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী তা উদ্ধার করেন।

বাগদাদের খলিফা হারুনর রশীদ। প্রচন্ড জাত্যাভিমান তার। জাত্যাভিমানে অন্ধ হয়ে নিজের বোন আব্বাসাকেও হত্যা করেন তিনি। কিন্তু এতে করে তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক অশান্তি দেখা দেয়। হাসতে ভুলে যান তিনি। এমন এক সময় নিজের কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মশরুরকে নিয়ে বাগানে ঘোরার সময় তিনি হাসির শব্দ শুনতে পান। হাসি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে এর উৎস খুঁজতে থাকেন।

এক পর্যায়ে তিনি আবিষ্কার করেন, হাসির শব্দ আসছে তার গোলাম তাতারীর ঘর থেকে। তাতারী ও আর্মেনীয় বাদী মেহেরজানের প্রণয়ের সময় তাদের হাসি খলিফার কানে পৌঁছে। তাতারী ও মেহেরজানকে লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন খলিফার স্ত্রী বেগম জোবায়দা। খলিফা এই খবর পেয়ে ভেতরে ভেতরে রেগে থাকলেও কৌশলে তাতারী ও মেহেরজানকে আলাদা করে দেন। কারণ মেহেরজানের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। তাতারীকে মুক্ত করে তিনি বাগিচা উপহার দেন। আর মেহেরজানকে নিজের বেগম বানিয়ে ফেলেন।

খলিফা ভেবেছিলেন তাতারী বাগিচা পেয়ে খুশি হবে। কিন্তু হয়েছিলো তার উল্টোটা। তাতারীর মুখের হাসি চলে গেল। কারণ তার প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছ থেকে তাকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। কিছুদিন বাদে খলিফা তার বন্ধুদের নিয়ে তাতারীর হাসি দেখতে যান। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন! কারণ, তাতারী হাসতে ভুলে গেছে। তাতারীর মুখের হাসি ফেরাতে বাগদাদের সেরা নর্তকীকে পাঠান তার ঘরে। কিন্তু তাতারী তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকা নর্তকী আত্মহত্যা করে। এতে করে খলিফা ক্ষেপে গিয়ে তাতারীকে বন্দী করেন। তার উপর অত্যাচার করা হয়। তাতারীকে হাসতে হবে। না হাসতে পারলে তাকে বন্দী হয়ে অত্যাচার সহ্য করে যেতে হবে।

কিন্তু যতো যাই ই করুক -বনের পাখি কি আর খাঁচায় বন্ধী হয়ে গান করে কখনো!

তাইতো শেষ লাইনে বলা হয়েছে-হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি!

এভাবেই এগিয়ে গেছে শওকত ওসমান রচিত "ক্রীতদাসের হাসি" উপন্যাসটি। এটি একটি অনুবাদমূলক উপন্যাস। আরব্য রজনীর বিখ্যাত উপন্যাস আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা অর্থাৎ সহস্র ও এক রাত্রি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এটি আসলে আলিফ লায়লা ওয়া লায়লাকে অর্থাৎ সহস্র ও দুই রাত্রি। এর শেষ গল্পটি জাহাকুল আবদ বা ক্রীতদাসের হাসি।

কেন পড়বেন: শওকত উসমান বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান লেখক। উনার কিছু জনপ্রিয় বইয়ের একটি হলো "ক্রীতদাসের হাসি"। দেশ-কাল ছাড়িয়ে এখনো সমানভাবে জনপ্রিয় বই এটি। যদিও বইটিতে প্রচুর আরবি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সেগুলোর জন্য বইয়ের শেষে শব্দপঞ্জী যুক্ত করা হয়েছে। যা আপনাকে সহজেই বইটি বুঝতে সহায়তা করবে পাশাপাশি আপনার শব্দ ভান্ডারকেও করে তুলবে সমৃদ্ধ।

কোথায় পাবেন: সময় প্রকাশনী।
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা।
গায়ের মূল্য মাত্র ১০০ টাকা।
প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

পুরো বইয়ের মধ্যে ভাল লাগা কিছু উক্তি-

* এই লোভের (রাজত্বের লোভের) আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব- সব পুড়ে যায় সেই আগুনে।
* জায়গা বিশেষে কানের চেয়ে চোখের কিমৎ বেশি।
* শাস্ত্রকে চোখ ঠারা যায়, কিন্তু বিবেককে চোখ ঠারা অত সহজ্জ নয়।
* হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, যেমন নামাযের জন্য প্রয়োজন হয়।
* জমিন-দরদী দেহকান (চাষী) যেমন নহরের পানি নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিক-নারী তেমনই সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ একটি হৃদয়ের জন্য সঞ্চিত রাখে।
* যুক্তির পেছনে থাকে মুক্তির স্বপ্ন। এই মুক্তির স্বপ্নই মানুষকে মানুষ বানায়।
* কালো পাথর কোনদিন নকল হয় না। সাদা আর ঝলমলে পাথরই সহজে নকল করা যায়।
* দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দি কেনা সম্ভব! কিন্তু ক্রীতদাসদের হাসি না-
* হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

■ লেখক: মাহফুজা আক্তার মিষ্টি
সিনিয়র রোভার মেট
গার্ল ইন রোভার খ ইউনিট
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ
ময়মনসিংহ।

ডিএসএলআর ক্যামেরা ক্রয়ের আগে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ

বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে ফটোগ্রাফীর প্রতি মানুষের বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ক্যামেরা যন্ত্রটিও হয়ে পড়েছে অনেক সহজ্জলভ্য এবং সস্তা। ডিএসএলআর হচ্ছে এ যাবৎকালের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি গুণ সম্পন্ন ক্যামেরা যার ভিউ ফাইন্ডারে সবচেয়ে সঠিক ছবি ধরার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এর লেন্স পরিবর্তন করা যায়।

ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনার আগে জেনে নিন ক্যামেরা নির্বাচন সম্পর্কে বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

১. ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে আগ্রহীদের জন্য সবচেয়ে জরুরী বক্তব্যটি হলো, কেনার আগে অবশ্যই ভেবে নিন আপনার আসলেই ডিএসএলআর ক্যামেরা দরকার কিনা। ভালো ছবি তোলার জন্য বাজারে অনেক ভালো মানের পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা আছে, যার অটোমুড ব্যবহার করে অনেক সহজে চমৎকার ছবি তোলা সম্ভব। ডিএসএলআর তাদেরই প্রয়োজন, যাদের কেবল ছবি তোলা নয় বরং ছবি তোলা শেখার প্রতি আগ্রহ আছে।

২. এবার যদি ডিএসএলআর কিনতেই হয় তবে সবচেয়ে প্রচলিত ব্র্যান্ডগুলোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিন। এসময়ের ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ক্যানন, নিকন, সনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতে পরবর্তীতে লেন্স বা ক্যামেরা সংশিষ্ট আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশগুলো পাওয়া সহজ্জ হবে।

৩. বেশি মেগা পিক্সেল থাকলে ছবি ভাল হবে- এই ভুলধারণাটি এখনই বাদ দিন। এই একককটি তোলা ছবিটির আকার নির্ধারণ করে দেয় মাত্র। অর্থাৎ মেগা পিক্সেল বেশিহলে ছবিটি সাধারণ অবস্থার চেয়ে বড় করে প্রিন্ট করলে বা ডিজিটালি জুম করলেও তার মান ভালো থাকবে।

৪. সেন্সরের আকার ছবির মান নির্ধারণ করে। সেন্সর যতবড় হবে, ছবি স্পষ্ট ও ঝকঝকে হবার পাশাপাশি তার কারিগরি মান তত ভাল হবে। সুতরাং কেনার সময়ে এ বিষয়টি লক্ষ রাখুন। তবে বড় সেন্সরসহ ক্যামেরা গুলোর দামও তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হয়ে থাকে।

৫. খেয়াল রাখুন, আপনার ক্যামেরাটিতে লাইভ ভিউডিসপ্লে আছে কিনা। এতে ছবি তোলার আগেই ছবিটি দেখতে কেমন হবে তা দেখা যায়। নতুন ফটোগ্রাফারদের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয় ফিচার।

৬. ইদানীং সময়ের প্রায় সব ডিএসএলআর দিয়েই ভিডিও শ্যুট করা যায়। আপনার নির্বাচিত মডেলটির ভিডিও করার জন্য কি কি ফিচার আছে জেনে নিন। লক্ষ রাখুন প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো ফ্রেম ধারণ করা যায় বা এক্সটার্নাল মাইক লাগানো যায় কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর।

৭. এছাড়াও ক্যামেরা কেনার আগেই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলো যেমনঃ ফোকাল পয়েন্ট, শাটারস্পিড, ফ্রেমের আকার, ইমেজ স্ট্যাবিলাইজার, অটোফোকাস ইত্যাদি সম্পর্কে একটু লেখাপড়া করে নিন। এ সকল ফিচারগুলো আপনার ছবি তোলা ছবিটিকে আরও সহজ্জ এবং সুন্দর করে তুলতে পারে।

৮. ডিএসএলআর ক্যামেরা লেন্সসহ এবং লেন্স ছাড়া দুইভাবেই বিক্রি হয়ে থাকে। তাই ক্যামেরা কেনার আগেই তার সঙ্গে আনুষাঙ্গিক কি কি পাচ্ছেন তা খেয়াল রাখুন। ব্যাটারী, চার্জার এবং কাধে ঝোলানোর স্ট্র্যাপ ক্যামেরার সাথেই পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারের আগে মেমরী কার্ড আলাদা করে কেনার প্রয়োজন হবে। ক্যামেরা সুরক্ষিত রাখতে ক্যামেরার ব্যাগটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিনে ফেলুন।

৯. লেন্স কেনার ব্যাপারে বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নিন। বেশিরভাগ সময়ে ক্যামেরার সঙ্গেই একটা বেসিক লেন্স পাওয়া যায়। এটা দিয়ে প্রাথমিকভাবে ছবি তোলা গেলেও ডিএসএলআর-এর পুরোটা ব্যবহার করতে গেলে নতুন লেন্স কেনা লাগবেই। আপনি কি ধরণের ছবি তুলতে চান তার ওপর ভিত্তি করেই লেন্স নির্বাচন করুন।

১০. সবশেষে ক্যামেরা কেনার আগে তার কোন গুণগতত্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। সবচেয়ে ভাল হয়, কোন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রকর পরিচিত থাকলে ক্যামেরা কেনারসময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া নিজেও ক্যামেরা হাতে নিয়ে দেখুন তার ভর ঠিক আছে কিনা বা ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন কিনা।

মোটামুটি এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখলেই শখ বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটা ভাল মানের ডিএসএলআর ক্যামেরা নির্বাচন করা সম্ভব।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সম্পাদক
স্কাউটস ক্লিক (একটি ফটোগ্রাফিক সংগঠন)
থীম: PHOTOGRAPHY BY BANGLADESHI SCOUTS

জানা অজানা

বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় গ্রন্থ নয়া চীন ভ্রমণ

২০২০ সালের একুশে গ্রন্থমেলায় আসছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা তৃতীয় গ্রন্থ 'নয়া চীন ভ্রমণ' বইটি প্রকাশ করবে বাংলা একাডেমি। বাংলার পাশাপাশি বইটি ইংরেজী ভাষায়ও প্রকাশিত হবে। বইটির সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শাসসুজ্জামান খান। বইটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্বে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। বইটির গ্রন্থস্বত্ব 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের নতুন দৃষ্টান্ত

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শান্তিরক্ষী সরবরাহকারী দেশগুলোর সামরিক বাহিনী প্রধানদের স্বাগত জানাতে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১০ জুলায় ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ কার্যক্রমের সামনের সারির দেশ হিসেবে মনোনীত করা হয়। মর্যাদাপূর্ন এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে জাতিসংঘে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলাদেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী মিলিয়ে ৬৪ জন সামরিক প্রধান এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়া সদস্য দেশগুলো উচ্চপদস্ত প্রায় ৪০০ অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উদ্যোগের স্বীকৃতি

১২ জুলাই ২০১৯ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের ১৫ দফা প্রস্তাব জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে প্রস্তাবটি নিয়ে ভোটাভুটি পর্বে বাংলাদেশের প্রস্তাবটির ব্যাপারে কোনো দেশ আপত্তি জানায় নি। এরপর অধিবেশনের সভাপতি সবার সম্মতির ভিত্তিতে ভোট ছাড়াই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ঘোষণা দেন। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম প্রস্তাবটির পৃষ্ঠপোষক হয়। এছাড়া ৪৩টি রাষ্ট্র এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানায়।

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি

বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত তিন স্তরবিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

পরীক্ষার স্তরসমূহ:

প্রথম স্তর: ২০০ নম্বরের MCQ Type Preliminary Test.

দ্বিতীয় স্তর: প্রিলিমিনারি টেষ্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর: লিখিত পরীক্ষার কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌলিক পরীক্ষা।

সিলেবাস

প্রিলিমিনারি টেষ্টের বিস্তারিত সিলেবাস দেখুন http:/www.bpsc.gov.bd

ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

১৪ জুলাই ২০১৯ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ক্রিকেটের সুতিকাগার দেশ ইংল্যান্ড। এর আগে তিনবার ফাইনালে পরাজিত ইংল্যান্ড চতুর্থবারের প্রচেষ্টায় নিজেদের আঙ্গিনায় বিশ্বকাপ ঘরে তোলে। আর এর মাধ্যমে ২৩ বছর পর নতুন চ্যাম্পিয়ন পায় বিশ্বকাপ ক্রিকেট। অন্যদিকে সমানে সমান লড়াই করেও টাইব্রেকারের নিষ্ঠুর নিয়মে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শূন্য হাতে ফিরতে হয় কিউই পাখির দেশ নিউজিল্যান্ডকে। বিশ্বকাপের ৪৪ বছরের ইতিহাসে ষষ্ঠ দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড।

যুক্তরাজ্যের সেরা শিক্ষক আবিদ

যুক্তরাজ্যের অ্যাওয়ার্ড ভূষিত হন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী আবিদ আহমেদ। ব্রিটেনের ন্যাশনাল এডুকেশন ইউনিয়নের আয়োজনে ২০১৯ সালে তাকে নতুন শিক্ষক ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরার এ পুরস্কার দেয়া হয়। লন্ডনের নিউম্যান ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রীড়ায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তি হন সিলেটের আবিদ। সেখানে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণের পর বার্মিংহামের বাংলাদেশি অধ্যুষিত লজেলস এলাকার হলাটি স্কুলে গণিত বিষয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পান তিনি। গণিতে শিক্ষকতার পাশাপাশি আবিদ স্কুলের তোতলা বা কথা বলতে সমস্যা হয়, এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সাপোর্ট গ্রুপ চালু করেন।

শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা মিশনের ফোর্স জেনারেশন প্রধানের পদ লাভ করে বাংলাদেশ; যাতে সেনাবাহিনীর কর্ণেল পদপর্যাদার কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। ৯ জুলাই ২০১৯ নিউইয়র্কে মিশনের সামরিক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল কালোর্স হামবার্তো লয়তে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের হাতে এর নিয়োগপত্র তুলে দেন।

মৃত্যুদণ্ডে ফিরল শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয় ৪৩ বছর পর্বে। তবে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে শ্রীলঙ্কা। এবার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার অপরাধীর ফাঁসি কার্যকর করতে সম্প্রতি দু'জন জল্লাদকে নিয়োগ দেয় শ্রীলঙ্কা। মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত চার জনকে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনার এমন ঘোষণার পর এদের নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে দক্ষিণ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে এক ধরণের স্থগিতাদেশ থাকলেও প্রেসিডেন্টের নতুন ঘোষণায় তা রদ হতে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় ধর্ষণ, মাদক চোরাকারবারি ও খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও ১৯৭৬ সালের পর থেকে কখনোই এ দণ্ড কার্যকর হয়নি।

■ তথ্য সংগ্রহ: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

প্রবীণ লিডার ট্রেনারদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

ট্রেনিং টিমের সদস্যদের ২০১৮-২০১৯ সালের পারফরমেন্স এর ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটসের উপদেষ্টা

প্রবীণ লিডার ট্রেনারদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

প্রবীণ লিডার ট্রেনারদের সম্মাননা প্রদান করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

২২তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ২০১৯ এর পরিচালনা পর্ষদ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে লিডার ট্রেনার চত্বর উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

লিডার ট্রেনার সম্মাননা গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

২০১৮-২০১৯ সালে পারফরমেন্স এর ভিত্তিতে স্বীকৃতি গ্রহণকারী ট্রেনিং টিমের সদস্যবৃন্দ

জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ২০১৯ এ সোশ্যাল নাইট অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

২২তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

প্রথম জাতীয় রোভার মুট ২০১৯, নেপাল এ বাংলাদেশের স্কাউটসের পক্ষ থেকে নেপালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খড়্গ প্রসাদ শর্মা অলিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

ফ্রান্স ন্যাশনাল জাম্বুরী-২০১৯ এ ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

প্রথম জাতীয় রোভার মুট ২০১৯, নেপাল এ বাংলাদেশের রোভারদের অংশগ্রহণ

ফ্রান্স ন্যাশনাল জাম্বুরী-২০১৯ এ বাংলাদেশ স্কাউটসের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ফ্রান্স ন্যাশনাল জাম্বুরী-২০১৯ এ বাংলাদেশ ডে উদযাপন

ফ্রান্স ন্যাশনাল জাম্বুরী-২০১৯ এ বাংলাদেশ স্কাউটসের হ্যারিটেজ সাইট ভ্রমণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক

মতবিনিময় সভার অতিথি বৃন্দ

মতবিনিময় সভায় সংবাদকর্মীদের একাংশ

মতবিনিময় সভায় অতিথিবৃন্দের একাংশ

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ধর্মমন্ত্রীসহ অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক

হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

ভ্রমণ কাহিনী

ফ্রান্স জাতীয় জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল

ফরাসি বিপ্লব আর ফরাসি সৌরভ এ দুটি শব্দই আমাদের দেশে বহুল পরিচিত। শুধু বিপ্লব না, আরো বিভিন্ন কারনে মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে ফ্রান্স। বিশেষ করে সারা পৃথিবীর বৃটিশ বিরোধী মানুষের কাছে ফ্রান্স হিরো। ইংল্যান্ড ছাড়া ইউরোপের প্রায় সবদেশ ইংল্যান্ডকে অপছন্দ করে। একবার ইটালীর রোমে গিয়ে এক ইটালীয়ানের মূখে শুনেছিলাম বৃটিশ ইজ এ্যা বাষ্টার্ড নেশন। আর এক ইটালীয়ানের মূখে শুনেছিলাম ইংলিশ ইজ এ্যা ল্যাংগুয়েজ ফর লোয়ার ক্লাশ পিপল। এই বৃটিশরা পাক-ভারত-বাংলাকে ১৯৩ বছর শোষন করেছিলো। তাইতো বার বার বাংলাদেশের মানুষ ফ্রান্সে যেতে চায়। অবশ্য ফ্রান্সও বিভিন্ন দেশ দখল করেছে,কলোনী বানিয়ে শাসন, শোষন করেছে। তারপরও আমি বারবার কেন ফ্রান্স যেতে চাই ঠিক পরিষ্কার না। বোঝাতেও পারবো না। সেই ফ্রান্স ভ্রমনের সুযোগ পেলাম আবার প্রায় দুই যুগ পর। এর আগে গিয়েছিলাম ১৯৯৪ সালে, বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনের পথে। সাথে ছিলো বন্ধু আলাউদ্দিন আলোক। আর এবার ৬ জন স্কাউট, ৭ জন গার্ল ইন স্কাউট, আর ২ জন এ্যাডাল্ট লিডার। এ্যাডাল্ট লিডার বলতে হলেন, বাংলাদেশ স্কাউটসের ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার জিয়াউল হুদা হিমেল, এয়ার অঞ্চলের স্কাউটার ফারহানা রহমান সেতু। আমাদের স্কাউটরা হলো, ঢাকার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের আইয়ান জামান, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভূইয়া আবির, গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের তৈমুর রহমান, আদিল তাহমিদ, ফ্রান্সিস জেভিয়ার পেনহিরো ওরফে প্রিতম এবং ক্যাম্বিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের ফায়দায়েদ রহমান আরিয়ান। আর গার্ল ইন স্কাউটদের মধ্যে সিলেটের আর কে লাইসিয়াম স্কুলের মেহজ্জাবিন আশরাফ মোহনা ও হাজেরা ফয়েজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইমাম প্রি ক্যাডেট ওপেন এর সাঈদা তাসনিম, ঢাকার গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের রিমঝিম এন্টোনিও গোমেজ, আনিন্দিতা মারিয়া, ইউশা জেরিন এবং ইশিকা ক্যাথি দাশ।

ফ্রান্স জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী ২০১৯ অনুষ্ঠিত হলো ফ্রান্সের জাম্বভিলে। রাজধানী প্যারিস থেকে ৬০ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পাহাড়ী গ্রাম জাম্বভিলে ফ্রান্সের ন্যাশনাল স্কাউট ট্রেনিং সেন্টার। গত ২২থেকে ২৬ জুলাই এখানে অনুষ্ঠিত, ফ্রান্স জাতীয় স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহনের জন্যই আমার দ্বিতীয়বার ফ্রান্স ভ্রমন।

১৯জুলাই দিবাগত রাত সোয়া ৪ টায় আমাদের কোমলমতি ১৩ শিশু কিশোর-কিশোরীসহ ১৬ সদস্যের বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতিনিধিদলকে নিয়ে ঢাকার আকাশে উড়ে কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট। যা ২১জুলাই সকালে প্যারিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে। সংবাদ পেয়ে জাম্বুরী কর্তৃপক্ষ বললেন, "ওয়েট ফ্রেন্ড, উই আর কামিং"।

আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করা যাবে না। জাম্বুরীর কালচারাল প্রোগ্রামে পারফর্ম করার জন্য এয়ারপোর্ট লাউঞ্জেই নৃত্য গীতের চর্চায় লেগে গেলাম। আধা ঘন্টার মধ্যে দু'টি মাইক্রোবাস নিয়ে চলে এলেন আলেকজেন্ডার এবং মিস লেপিই নামে দুই ড্রাইভার। স্কার্ফ গলায় ঝুলানো দুই পুরুষ- নারী চালক নিজেরাই আমাদের লাগেজগুলো মাইক্রোবাসের পিছনে তুলে সাজিয়ে রাখলেন সাথে নিয়ে আসা মিনারেল ওয়াটার "এভিয়ান"এর বোতল সরবরাহ করলেন। নারী চালক লেপিই'য়ের গাড়ীতে উঠলেন ইউনিট লিডার সহ গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট। আর আলেকজেন্ডারের গাড়ীতে উঠলাম টিম লিডার হিমেল,সব স্কাউট ও আমি। প্রচন্ড গরমের মধ্যে চড়াই উৎড়াই সড়ক পথে ছুটে চলছে মাইক্রোবাস, আর আমি দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছি সবুজ বনানীতে ঘেরা মহাসড়ক। বন্যপ্রানী সংরক্ষনের প্রানান্তকর চেষ্টা। মহাসড়কের দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত পাকা গমের ক্ষেত। দেখতে দেখতে ঘোরের মাঝে পড়ে গেলাম। ১৯৯৫ সালের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে আসছিলো। প্যারিসের এমনি একটি খাড়া ঢালু মহাসড়কে সাইকেলসহ পড়ে গিয়ে ডান হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিলাম। মনের অজান্তেই বাম হাত দিয়ে ডানহাতের তালুতে হাত বুলাতে লাগলাম। মনে হলো এখনো যেন হাতের তালুতে নুড়ি পাথর বিঁধে রয়েছে।

জাম্বুরী শুরু হওয়ার একদিন আগে ২১ জুলাই বেলা তিনটার দিকে আমরা ক্যাম্প এলাকায় পৌঁছে যাই। আমাদের থাকার জন্য চার্চ এলাকার একটি সুন্দর জায়গায় খাটানো তাঁবুতে রাত যাপন করতে হয়। আগে থেকেই ১৩টি তাঁবু খাটানো ছিলো। প্রতিটি তাঁবুতেই ছিলো ২টি করে ক্যাম্প খাট।

ক্যাম্পে আমাদের থাকতে হবে স্থানীয় একটি ইউনিট এর সাথে, তারা আসবে পরদিন মানে ক্যাম্পের ১ম দিন। প্রথম রাতটা মেহমানের মত ছিলাম এবং ক্যাফেটেরিয়াতে খেলাম ডিনার!!

ডিনারে পরিবেশিত অনেক কিছুর মধ্যে কয়েক প্রকার সালাদ,টিনজাত টুনা মাছ ছাড়া আর কিছুই খেতে পারলাম না। তখনই প্রথম ফ্রেঞ্চ ব্রেড এর সাথে পরিচিত হলাম। মোটা লম্বা শক্ত বাঁশের মত একটা দ্রব্য। ইরানে এটাকে একমেক বলে। আশপাশের অন্যান্য দেশে এটাকে আর কি কি নামে ডাকে জানি না। ডিনার শেষ করার পর আমাদের লিয়াজোঁ অফিসার ফিলিপ বললেন, "ওখানে একটি জায়গা আছে, যেখানে জাম্বুরীর কর্মকর্তারা তাদের ৮ ঘন্টা ডিউটি শেষে আড্ডা দেয়, মোবাইল চার্জ দেয়, বিশ্রাম করে। সাথে হালকা চা পানির ব্যবস্থাও আছে। জায়গাটা যদিও শুধু লিডারদের জন্য, বিদেশি বলে আমাদের স্কাউটরাও যাওয়ার অনুমতি পেলো। খুশি হয়ে সবাই গেলাম। গিয়ে দেখি বিশাল ব্যাপার চা, কফি আছে; পপকর্ন ভাজা হচ্ছে, আর মোবাইল চার্জ এর জন্য পোর্ট গুলো ভরা। আর চেয়ার টেবিল আছে বসে রেস্ট করা, গল্প করা সব হচ্ছে। আমরাও বসে পড়লাম মোবাইল চার্জ এ দিলাম, কফি নিলাম পপকর্ন নিলাম। একটু পর দেখি আপেল, এপ্রিকট। একটা একটা করে খাবারের স্বাদ নিচ্ছি আর ভাবছি, জাম্বুরীরে কর্মকর্তারা দিনে মাত্র আট ঘন্টা কাজ করে! কিভাবে সম্ভব! আর গত ৫ম থেকে ১০ম সবগুলো বাংলাদেশ জাম্বুরীতেই কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কিন্তু প্রতিটিতেই ২০ থেকে ২২ ঘন্টা করে কাজ করতে হয়েছে।

ডিনার এর অপূর্ন অংশ নানা রকম বাহারী খাবারে পূরণ করে খেলাম। ঘুমোতে যাবার আগে ওয়াশ ব্লকে যাওয়া দরকার। ভাবলাম টেম্পোরারি টয়লেট, বাথরুম কেমন যে হবে!! গিয়ে তো অবাক কমোডসহ অত্যাধুনিক সকল স্যানিটারি ফিটিংস। যদিও অস্থায়ী ভাবে সব স্থাপন করা হয়েছে। বিপদের কথা হলো টয়লেট এ পানি নাই। ভেজা টিস্যু ই ভরষা। এই বিপদ শুধু জাম্বভিলেই না, ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড সর্বত্রই বাঙ্গালী মূসলমানদের জন্য এখন এই এক বিপদ।

১০ টায় সূর্য ডুবলেও ঘুমাতে গেলাম রাত প্রায় ১ টায়। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠান্ডা বেড়ে গেলো। ব্যাপক ঠান্ডায় স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ঘুম দিলাম। আগামীকাল থেকে জাম্বুরী শুরু।

সকাল ৭ টায় ঘুম ভাঙলো। আগেই বলা ছিল সাড়ে সাত টায় নাস্তা খেতে যাব। দেরি হলেই কিছু পাওয়া যাবে না। ক্যাম্পসাইট এর মধ্যে বা আশ পাশে কোথাও কোনো দোকান বা রেস্টুরেন্ট নাই যে চাইলেই কিনে খাবার খাওয়া যায়। সুতরাং ক্যাফেটেরিয়াই ভরসা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে ভিলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। লিয়াজোঁ ফিলিপ এসে নিয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের মত বিদেশি টিম গুলোকে স্থানীয় একটি ইউনিটের সাথে টুইন টিম হিসেবে ট্যাগ করা হয়েছে। তারা আমাদের জন্য তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম সহ ক্যাম্পিং এর প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে আসবে। আমরা একই তাঁবু এলাকায় থাকব। ওরা ২৭ জন আর আমরা ১৬ জন সব মিলিয়ে ৮ টি তাঁবু খাটানো হবে।

পরদিন সকালে আসতে থাকলো সারা ফ্রান্স আর আশপাশের বিভিন্ন দেশের ২০ হাজার ছেলে মেয়ে। নি:শব্দে নিরবে চলে এলো তারা। ব্যাগ, পেটরা বয়ে নিয়ে যে যার ভিলেজে পৌঁছে গেলে দুপুর ২টার মধ্যে। এর পর নিজ নিজ ব্যাগ থেকে তাঁবু বের করে টানিয়ে নিলো।

আগেই বলে দেওয়া সময় সকাল দশটায় আমরাও অস্থায়ী তাঁবু ছেড়ে "গ্রেটা তুনবার্গ" ভিলেজের নির্দিষ্ট স্থানে চলে এলাম। আমরা যাকে সাবক্যাম্প বলি, এখানে তাকে এখানে বলে ভিলেজ। কয়েকটা ভিলেজ মিলে হয় টাউন। গ্রেটা তুনবার্গ ভিলেজ এডমিনিস্ট্রেশন অফিসের সামনেই আমাদের জন্য নির্ধারিত স্থান। অভ্যাস বশত: তাঁবু এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেমে গেলাম।

আমাদের ছেলে মেয়েরা আগাছায় পরিপূর্ন একটি উঁচু নিচু একটি জায়গাকে বাসস্থান নির্মান উপযোগী করে ফেললো। এবার তাবুঁর জন্য অপেক্ষা। তাঁবু নিয়ে আসবে আমাদের হোষ্ট টিম বা টুইন টিম। বেলা ২টার কিছু পরই ২৬ জনের বিশাল টিম নিয়ে স্কাউটার জুলিয়েট এসে হাজির। তারা প্রথমে নিজেদের জন্য ৪টি তাঁবু টানিয়ে ফেললো। তারপর শুরু করলো আমাদের জন্য চারটি তাঁবু টানানোর কাজ। কিন্তু আমাদের তাঁবু খাটাতে গিয়ে দেখা গেল তাঁবুর পোল এবং বার ভূল করে নিয়ে আসেনি তাঁরা। খুঁজে পেতে পোলও যোগার করে ফেললাম। গাছের চিকন ডালা কেটে বারও বানিয়ে ফেলা হলো। ৬জন স্কাউট একটি তাঁবু, ৭জন গার্ল ইন স্কাউট ১টি তাঁবু, লেডি ইউনিট লিডার ফারহানা রহমান সেতু একটি তাঁবু, আর টিম লিডার জিয়াউল হুদা হিমেল এবং আমি পেলাম চতুর্থ তাঁবুটি। তাঁবু খাটানো ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ নাই, কেননা এখানে তাঁবুকলা নাই, গেজেট করার দরকার নাই, এমনকি বাউন্ডারিও না।

চলবে...

■ লেখক: স্কাউটার মীর মোহাম্মদ ফারুক
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

ডেঙ্গু রোগীকে কখন হাসপাতালে ভর্তি করাবেন ?

ভূমিকাঃ

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাস জনিত জ্বর। স্ত্রী এডিস মশা এই ভাইরাস বহন করে। এই রোগে কারও কারও উপসর্গই প্রকাশিত হয়না, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মত কয়েকদিনে ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও মাঝে মধ্যে এ রোগের রুদ্র মূর্তি দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই সবার জানা থাকা জরুরী কখন বাসায় বা কখন হাসপাতালে ভর্তি করে এই জ্বরের চিকিৎসা করতে হয়। এই সময় করণীয় নির্ধারণে ডাক্তার ও রোগীর সহযোগীতা একান্ত জরুরী। আসুন জেনে নিই ডেঙ্গু রোগীকে কখন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে....

ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কিত ভর্তির কারণ সমূহঃ

অসুস্থতা বা জ্বর শুরুর তিন দিন পর রক্তের অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেট এক লাখের কমের (দেড়লাখের কম কিন্তু, খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে) সাথে যদি নিম্ন লিখিত কোন বিপদ চিহ্ন দেখা দেয় তাহলে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন...

১. পেটে ব্যথা হওয়া।
২. বার বার বমি হওয়া।
৩. ফুসফুসে বা পেটে পানি জমা।
৪. মাড়ি বা অন্য কোথা হতে রক্ত ক্ষরণ।
৫. খুবই দুর্বলতা বা শরীরের অস্থিরতা তৈরী হওয়া।
৬. লিভার দুই সেন্টিমিটারের বেশী বড় হওয়া।
৭. রক্তের হেমাটোক্রিট নামক উপাদান বেড়ে যাওয়ার সাথে দ্রুত অনুচক্রিকার পতন।
৮. শরীরে অত্যাধিক লালচে ভাব এবং রেঁশ দেখা গেলে ।

ডেঙ্গু জ্বরের সাথে সম্পর্কহীন ভর্তির কারণ সমুহঃ

ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ছাড়াও রোগীর শারীরিক আরও কিছু কারণে ভর্তি করানো প্রয়োজন হয়....

যেমনঃ

১. রোগী গর্ভবতী হলে।
২. রোগী বেশী বয়স্ক হলে।
৩. রোগী অতিরিক্ত ওজনের হলে।
৪. রোগীর ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হার্টের রোগ, থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য হিমোগ্লুবিনের রোগ, সহ শরীরে বড় কোন রোগ থাকলে।
৫. রোগী যদি বাসায় একাকী থাকে বা রোগীর বাড়ী হাসপাতাল হতে অনেক দূরে হয়, যাতে জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে আনা দুস্কর সে ক্ষেত্রে।

শেষ কথাঃ

ডেঙ্গু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তার আগেই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করালে অনেক বিপদ এড়ানো যায় ।উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে নিবেন এবং বিপদমুক্ত থাকবেন।

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

হা-ডু-ডু বা কাবাডি

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে যে খেলাটি তার নাম হাডুডু। গ্রামবাংলার সব অঞ্চলেই জনপ্রিয় এই খেলাটি সাফ গেমসেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সেখানে এই খেলাটির নাম অবশ্য কাবাডি। হা-ডু-ডু বা কাবাডি কেবল আমাদের দেশের প্রচলিত খেলাই নয় বরং পুরো উপমহাদেশের একটি জনপ্রিয় খেলা হা-ডু-ডু।

প্রত্যেক দলে ৮ থেকে ১০ জন করে মোট দুটি দল খেলায় প্রতিযোগিতা করে। আয়তকার কোর্টের মাপ হয় দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১২ মিটার এবং প্রস্থে ১০ মিটার। হা-ডু-ডু খেলায় ছুঁয়ে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর দমও থাকতে হয়। প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় একজনের পর আরেকজন একদমে 'ডুগ-ডুগ' বা 'কাবাডি কাবাডি' বলতে বলতে বিপক্ষ দলের সীমানায় ঢুকে যদি প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে যদি বের হয়ে আসতে পারে তবে সেই দল যেমন পয়েন্ট পায়, তেমনি অপর দলের ছোঁয়া খেলোয়াড়টি খেলা থেকেই বাদ পড়ে। অন্যদিকে বিপক্ষ দলকে ছোঁয়ার জন্যে ঢুকে সে যদি ধরা পড়ে ধস্তাধস্তি করেও নিজের সীমানায় ফিরতে না পারে তবে সে মারা পড়ে এবং খেলা থেকে বাদ পড়ে। আর এভাবেই একপক্ষ আরেকপক্ষের কতজনকে ছুঁয়ে বা ধরে ফেলে বাদ দিতে পারে তার উপরেই নির্ভর করে খেলার জয়-পরাজয়।

বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা, জাতীয় যুব কাবাডি প্রতিযোগিতা, প্রিমিয়ার কাবাডি, প্রথম বিভাগ কাবাডি লীগ, দ্বিতীয় বিভাগ কাবাডি লীগ, স্বাধীনতা দিবস কাবাডি প্রতিযোগিতা, বৈশাখি কাবাডি মেলা, কিশোর কাবাডি প্রতিযোগিতা, স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সাল থেকে আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় কাবাডির অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক করেছে।

দাড়িয়াবান্ধা

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডুর মতোই সকল অঞ্চলের আরেকটি জনপ্রিয় খেলা দাড়িয়াবান্ধা। কেবল অল্প বয়েসি ছেলে-মেয়েরাই নয় এতে অংশ নিতে পারে বড়রাও। ছক বাধা ঘর দাড়িয়াবান্ধার আসল বৈশিষ্ট্য। খেলা হয় দুটি দলের মধ্যে। প্রত্যেক দলে ৫/৬ থেকে শুরু করে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় থাকে। খেলা শুরুর আগেই মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা থাকায়, দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল ও প্যাঁচের কসরত জানতে হয় বেশি।

এবার চলো জেনে নিই কিভাবে খেলবে দাড়িয়াবান্ধা। ১ নম্বর ঘরকে কোন কোন অঞ্চলে বদন ঘর, ফুল ঘর বা গদি ঘর বলে। ২ নম্বর ঘরটি লবণ ঘর বা পাকা ঘর নামে বা নুন কোট পরিচিত। ঘরগুলোর মাঝ বরাবর যে লম্বা দাগটি থাকে তাকে কোথাও বলে দৌড়েছি, আবার কোথাও বলে শিড়দাড়া বা খাড়াকোট। আর প্রান্ত বরাবর রেখাগুলোকে বলে পাতাইল কোট। দাড়িয়াবান্ধা খেলার জন্য প্রয়োজন সমতল জমি যেখানে কোদাল দিয়ে কেটে কিম্বা চুন দিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হয়।

সমান্তরাল রেখার মধ্যে অন্তত এক হাত জায়গা থাকতে হবে যাতে যে-কোন খেলোয়াড় এই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। যাতায়াত করার সময় দাগে যাতে পা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। অন্য ঘরগুলোতেও খেলোয়াড়ের দাড়ানোর জন্য কমপক্ষে এক হাত পরিমাণ জায়গার লাইন থাকবে। দাগে কারোই পা পড়া চলবে না।

খেলার শুরুতে গদি ঘরে একদলের খেলোয়াড়রা অবস্থান নেয়। অন্যেরা প্রতিঘরের সঙ্গে অঙ্কিত লম্বরেখা বরাবর দাঁড়ায়। যেহেতু এই খেলায় ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপার আছে, সেজন্যে কোন খেলোয়াড় যদি ছোঁয়া বাঁচিয়ে সব ঘর ঘুরে এসে আবার গদি ঘরে ফিরতে পারে তবে

সে এক পয়েন্ট পায়। একদল প্রথমে খেলার সুযোগ পায়, সেই সুযোগকে বলে 'ঘাই'। পয়েন্ট পেলে ঘাই তাদের দখলে থাকে। তবে সব ঘর ঘুরে আসার সময় বিপক্ষের কোন খেলোয়াড় যদি ছুঁয়ে ফেলে তবে পুরো দলই ঘাই হারায়। এভাবে চলতে থাকে খেলা।

সবাই সব ঘর ঘুরে আসার উপর নির্ভর করে খেলার ফলাফল। একজনের অসতর্কতা বা অক্ষমতা পুরো দলকেই ঘাই হারিয়ে বিপক্ষ দলের ভূমিকায় নামায়।

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

কম্পিউটার কেনার আগে ভাবুন

বর্তমান সময়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম। বাসা/বাড়িতে ব্যবহার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, অফিস/ আদালতসহ সকল সেবায় আমাদের কম্পিউটারের সহায়তা নিতে হয়। দেশের যাবতীয় সেবা ডিজিটাল হওয়ায় কম্পিউটারের চাহিদা আরো বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সিনেমা দেখা, গেম খেলা, গান শোনার কাজেও কম্পিউটারের ব্যবহার লক্ষণীয়। একটি কম্পিউটারের মাধ্যমেই আমরা অনেকগুলো সেবা গ্রহণ করতে পারি যা আলাদা আলাদা গ্রহণ করতে হলে অনেকগুলো ডিভাইস কিনতে হতো। বর্তমান সময়ে শিশুদেরকেও কম্পিউটারে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। দেশের পাঠ্য বইয়েও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতেও রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব যেখানে শিশুদের হাতে কলমে কম্পিউটার সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশের বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্পিউটার পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই এর যাবতীয় কিছু না জেনেই বাজার থেকে কিনে এনে আশানুরূপ ফল না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। আমাদের এবারের আয়োজন কম্পিউটার কেনার আগে যে বিষয়গুলো খেয়াল করা জরুরি তা নিয়ে।

প্রাথমিক লক্ষণীয় বিষয়

দেশের বাজারে বিভিন্ন রকম হার্ডওয়্যার পণ্য পাওয়া যায়। লোকাল ব্র্যান্ডের কোনো হার্ডওয়্যার দিয়ে কম্পিউটার সংযোজন করলে এর ফলাফল ভাল নাও হতে পারে। আপনি যদি কম্পিউটারের ওপর দক্ষ না হোন তাহলে যেকোনো ব্র্যান্ডের শো-রুম থেকে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, গ্রাফিক্স কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই কিনবেন। ব্র্যান্ডের শো-রুম থেকে এই পণ্যগুলো কিনলে তারই আপনাকে এগুলো সংযোজন করে দেবে।

প্রসেসর যেমন হওয়া দরকার

প্রসেসর হলো কম্পিউটারের প্রধান উপকরণ। কম্পিউটারের মূল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই প্রসেসর। এটিকেই মূলত সিপিইউ বলা হয়। বর্তমানে বাজারে থাকা প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্টেল ও এডিএম এর নাম। তবে ইন্টেল প্রসেসরের চাহিদা বেশ লক্ষণীয়। যেহেতু প্রসেসর কম্পিউটারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু তাই এটি কেনার সময় অবশ্যই বিশেষ শতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। প্রসেসরের ক্লক স্পিড একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্লক স্পিড যত বেশি হবে প্রসেসরের প্রসেসিং ক্ষমতা তত বেশি হবে। আর একটি বিষয় হলো- প্রসেসরের সিরিজ যত উন্নত হবে এর স্পিড তত বাড়বে হবে। বর্তমান বাজারে কোর-আই সিরিজ সবচেয়ে আধুনিক। সপ্তম প্রজন্মের প্রসেসরের মধ্যে কোর-আই৭ এক্সট্রিম অন্যতম। প্রসেসর কেনার সময় এর থ্রেড কয়টি তাও লক্ষ্য করা জরুরি। কোর এবং থ্রেড এর সংখ্যা বেশি হলে স্পিড বেশি হবে। এছাড়াও বাস স্পিড ও ক্যাশ মেমোরি সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে। ইন্টেল প্রসেসর কিনলে এটি টার্বো বস্ট টেকনোলজির কি-না তাও খেয়াল করতে হবে।

মাদারবোর্ড যেমন হবে

মাদারবোর্ড হলো কম্পিউটারের সেই অংশ যেটির সঙ্গে কম্পিউটারের সকল যন্ত্রাংশ যুক্ত থাকে। বর্তমানে দেশের বাজারে ভাল মাদারবোর্ডের মধ্যে রয়েছে গিগাবইই, ইন্টেল ও আসুস। মাদারবোর্ড আপনি যেটিই কিনেন সেটি আপডেট প্রসেসর সমার্থন যোগ্য হতে হবে। মাদারবোর্ডে থাকা র‍্যামের স্পট দেখে র‍্যাম কিনতে হবে। আধুনিক র‍্যামের টাইপ হলো ডিডিআর৪। এছাড়াও মাদারবোর্ডের ইউএসবি টাইপ কি? এর ভার্সন কতো তাও জেনে নিতে হবে। বর্তমানে বাজারে থাকা পেনড্রাইভ ও মাউস, কি-বোর্ড ইউএসবি ৩.০ ভার্সনের। মাদারবোর্ডে এইচডিএমআই পোর্ট আছে কি-না তাও দেখে নেয়া জরুরি। এখনকার স্মার্ট টেলিভিশন ও মনিটরগুলোতে এইচডিএমআই পোর্ট দেয়া রয়েছে। স্মার্ট টেলিভিশন ও প্রজেক্টরের সঙ্গে কানেক্ট করতে হলে মাদারবোর্ডে এইচডিএমআই পোর্ট থাকতে হবে। মাদারবোর্ডে ল্যান কার্ড বা লোকাল এড়িয়া নেটওয়ার্ক কার্ড, এইচডি অডিও ও ভিডিও এবং ইন্টারনাল গ্রাফিক্স কার্ড এর মান ভালো হলে কম্পিউটারটি ভাল সার্ভিস দেবে।

যেমন হবে মনিটর

একটি কম্পিউটারের প্রধান আউটপুট হলো এর সঙ্গে সংযুক্ত মনিটরটি। কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত মনিটরটি ভাল ব্র্যান্ডের হলে ভাল হয়। বর্তমানে দেশের বাজারে স্যামসাং, এলজি, বিনকিউ, ফিলিপস, এইচপি ও আসুস ব্র্যান্ডের মনিটর পাওয়া যায়। মনিটর কেনার সময় আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী স্ক্রিনের সাইজ নির্বাচন করুন। এখনকার অনেক মনিটরে বিল্ট-ইন টিভি কার্ড রয়েছে। কম্পিউটার ও টেলিভিশনের সুবিধা একত্রে ভোগ করতে চাইলে টিউটার যুক্ত মনিটর কিনে নিতে পারেন বা আলাদা টিভি কার্ড সংযুক্ত করতে পারেন। কয়েক বছর আগেও এলসিডি মনিটরের ব্যপক চাহিদা থাকলেও বর্তমানে এলইডি (লাইট ইমেটিং ডায়ড) মনিটরের চাহিদা লক্ষণীয়। এলসিডি বা এলইডি মনিটর যেটিই কিনুন এর রেসপন্স টাইম কম হলে ভাল। চলবে...

■ তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুলাই ২০১৮
সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

অল্প করে গল্প করো

মাহবুবুল আলম

অল্প করে গল্প করো
লাগাও সময় কাজে
নবীন জীবন সাজাও সবে
কুশলতার সাজে ।

বসে বে কাটাবে দিন
এমনি ভেবো নাকো
সুনাম যদি না চাও তবে
আলসে হয়ে থাকো ।

দুবার কভু পাবে নাকো
মধুর জীবন খানি
তাই জীবনে চলবে কেন
দুখের বোঝা টানি ।

মনে আনো খুশির তুফান
মুখে মধুর হাসি
চারদিকেতে ছড়িয়ে দাও
খুশি রাশি রাশি ।

পরের তরে বিলাও জীবন
হয়ে উপকারী
জীবন জুড়ে করে চলো
সাতটি আইন জারি ।

(মরহুম স্কাউটার মাহবুবুল আলম রচিত "ছড়ায় ছড়ায় স্কাউটিং" বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠা থেকে)

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৭.২০১৯ ॥ সোমবার
– পাঁচদিনের সরকারি সফরে চীন যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

০৩.০৭.২০১৯ ॥ বুধবার
– দীর্ঘ ২৫ বছর আগে ঈশ্বরদীতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ট্রেনবহরে হামলা ও গুলিবর্ষণ ঘটনার মামলার রায় প্রদান করবে আদালোত।

০৪.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিত সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পাঁচটি চুক্তি, তিনটি সমঝোতা, স্মারক ও একটি বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত।

০৫.০৭.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
– রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে একসাথে কাজ করতে সম্মত হয় চীন ও বাংলাদেশ।

০৬.০৭.২০১৯ ॥ শনিবার
– মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাতো সাইফুদ্দিন আবদুল্লাহ তিনদিনের সফরে বাংলাদেশ আসেন।

১০.০৭.২০১৯ ॥ বুধবার
– অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র (এসকে) সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে (দুদক)।

১১.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– একাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত।

১৩.০৭.২০১৯ ॥ শনিবার
– পাঁচদিনব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন শুরু।

১৪.০৭.২০১৯ ॥ রবিবার
– একাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পরলোকগমন।
– বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক ও ১টি বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত হয়।

১৬.০৭.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমানের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে তিনদিনের সফরে ঢাকা আসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ICC) প্রতিনিধি দল।

১৭.০৭.২০১৯ ॥ বুধবার
– ২০১৯ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

১৮.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভুটান থেকে ভারত হয়ে নদীপথে বাংলাদেশে পাথর আমদানি মাধ্যমে ত্রিদেশীয় বাণিজ্যে নবযাত্রার সূচনা ঘটে।

২৫.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ৪০তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। উত্তীর্ণ প্রথী ২০,৭৭ জন।

বিদেশের খবর...

০২.০৭.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– লাতিন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

০৪.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– যুক্তরাষ্ট্রের ২৪২তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত।

০৫.০৭.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– ভারতের প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমন।

০৭.০৭.২০১৯ ॥ রবিবার
– গ্রিস সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
– মেক্সিকো ও চীনের কিছু স্টিল পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্কারোপের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

০৯.০৭.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– তাইওয়ানে অস্ত্র বিক্রি কার্যক্রমের অনুমোদন দেয় মার্কিন পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
– দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য ওষুধের ২১তম তালিকা প্রণয়ন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

১১.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– রিয়াগু গ্রহানুতে দ্বিতীয়বারের মতো সফলভাবে অবতরণ করে জাপানের মহাকাশযান 'হায়াকুসা-২'।

১২.০৭.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা 'এস-৪০০' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার প্রথম চালান তুরস্কে পৌঁছে।

১৫.০৭.২০১৯ ॥ সোমবার
– লাতিন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

১৬.০৭.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারে ভারতের উড়োজাহাজগুলো ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় পাকিস্তান।

১৭.০৭.২০১৯ ॥ বুধবার
– সুদানে সেনা শাসক ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যাপারে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২২.০৭.২০১৯ ॥ সোমবার
– 'চন্দ্রযান-২' নামের মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে ভারত।

২৪.০৭.২০১৯ ॥ বুধবার
– যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বরিস জনসন।

২৫.০৭.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– ইসরাইলের সাথে সব ধরণের চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দেয় ফিলিস্তিন।

২৭.০৭.২০১৯ ॥ শনিবার
– ফিলিপাইনে শক্তিশালী দুটি ভূমিকম্পে অন্তত আটজনের মৃত্যু ও ৬০ জন আহত।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগ এর পরিচালনায় ২ মে, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিজয় হলে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কারী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল অঞ্চল থেকে ৮০জন লিডার ও রোভার স্কাউট এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে এসডিজি বিষয়ক চলমান কর্মসূচিসমূহ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। স্কাউটিং এ এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)। বাংলাদেশ স্কাউটস এর এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ রুহুল আমিন, উপ প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। এসডিজি বিষয়ক নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি এবং জাতীয় সদর দফতর, অঞ্চল ও জেলার জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন শেষে কর্মশালা শেষ হয়।

১ম বাংলাদেশ স্কাউটস আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

গত ৬ জুন ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ১ম বাংলাদেশ স্কাউটস আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনসংযোগ প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব মফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। এছাড়াও উক্ত বিভাগের সম্মানীত উপকমিশনার, উপ পরিচালক, জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও মিডিয়া টিমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ; এই তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়।

বোদা সরকারি পাইলট স্কুলের ইউনিট লিডার শাহিদ জাকিরুল হক চৌধুরী (গোল্ড), ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের রোভার রায়হান রনি (সিলভার), শতাব্দী মুক্ত স্কাউট গ্রুপে, যশোর এর রোভার স্বপন বিশ্বাস (ব্রোঞ্জ) পুরস্কার লাভ করেন ।

বিজয়ীদের যথাক্রমে ০৫ হাজার, ০৩ হাজার ও ০২ হাজার টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড, একটি ক্রেস্ট ও একটি সনদ প্রদান করা হয়।

ঈদ পুনর্মিলনী ২০১৯

বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে বাংলাদেশ স্কাউটসের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে ১০ জুন, ২০১৯ জাতীয় স্কাউট ভবনের "শামস হল", কাকরাইল, ঢাকায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বিশেষ অতিথি ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও ও কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ-সভাপতি, জাতীয় কমিটির সভাপতি, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ঢাকা, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল, ঢাকা জেলা রোভার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গান, নাচ, গল্প, কৌতুক পরিবেশন করা হয়।

স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ

গত ১৫ জুন ২০১৯ তারিখ বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি, জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ),জনাব মোঃ মহসিন, এলটি উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক ও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন। এছাড়াও ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), অঞ্চলের আওতাধীন প্রতিটি জেলা থেকে ১জন করে প্রতিশ্রুতিশীল উড্‌ব্যাজার, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে ২০১৮-১৯ সালের স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

মূল্যায়ন ও বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্কশপ কর্তৃক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়।

যুবদের স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্তকরণ ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের সংগঠন বিভাগের আয়োজনে ১৯ জুন জাতীয় স্কাউট ভবনে জাতীয়, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা স্কাউটস এর নির্বাহী কমিটিতে যুবদের সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে বিভিন্ন স্তরের ৮০ জন কর্মকর্তা ও ইয়াং লিডার অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)।

ওয়ার্কশপ শেষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়:

ক. জেলা স্কাউটস কমিটি ও উপজেলা স্কাউটস কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার রোভার ইউনিট গুলোর সিনিয়র
খ. রোভার মেট/রোভার প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত নিশ্চিতকরণ, উপজেলা/জেলা/অঞ্চল পর্যায়ে কমিটির সদস্য রোভারদের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রনোদনা হিসেবে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কাউটিং এ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।
গ. বাংলাদেশে স্কাউটস পরিচালিত ইয়ুথ ফোরাম এর কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ অথাৎ জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে ইয়ুথদের অন্তর্ভুক্ত করা।
ঘ. প্রতিটি উপজেলা/জেলায় ইয়ং লিডারদের কাজ করার সুযোগ দানের লক্ষে কমিটির সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।
ঙ. কোন উপজেলা/জেলা/অঞ্চল যে কয়টি রোভার গ্রুপ রয়েছে তাদেরকে সেই জেলা/উপজেলার সাথে স্কাউট ও কাব গ্রুপের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার সুযোগ প্রদান।

স্কুল ক্লিনিং ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ স্কাউটস ও রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশ লিমিটেড এর যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশ ও স্কুল ক্লিনিং ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন ১৮ ও ১৯ জুন তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার , সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য জনাব মোঃ শাহ কামাল। ২দিনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার শিক্ষক, রোভার স্কাউট, স্কাউট ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনের পর শিক্ষক, রোভার স্কাউট, স্কাউটগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে নিজ বিদ্যালয় পরিস্কার করবে। পরবর্তীতে উপ এলাকা ভিত্তিক পরিস্কার করবে।

জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন

প্রশিক্ষণ পরবর্তী দল গঠন নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং বাস্তবায়ন, ইউনিট পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করণ, এক ব্যক্তির একাধিক পদে না থাকার বিধি প্রতিপালন এমন উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের সংগঠন বিভাগের আয়োজনে ১৭ জুন জাতীয় স্কাউট ভবনে জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে জাতীয়, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের ৮০জন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)।

স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন রিভিউ ওয়ার্কশপ

বিগত ২১ ও ২২ জুন, জাতীয় স্কাউট ভবনে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন রিভিউ ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনারন ও জাতীয় সদর দফতরের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ অংশগ্রহণ করেন। রিভিউ ওয়ার্কশপ এর কি নোট স্পীচ প্রদান করেন প্রফেসর ডাঃ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, এডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান-২০২১ এর বিগত সময়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে জাতীয় সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাদের প্রস্তাব দেয়।

গাছ লাগাই, মানুষ বাঁচাই

গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। ময়মনসিংহ জেলার, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের স্কাউট ও রোভার সদস্যগণ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ রোজ শনিবার ময়মনসিংহ নগরীর পুলিশ লাইনস্হ উত্তরা আবাসিক এলাকায় রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথ ভাবে ১০০ টি বিভিন্ন রকমের ফলদ ও বনজ গাছ রোপণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোলাম রফিক (দুদু) ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর সেলিনা আক্তার, বিডি ক্লিন ময়মনসিংহের বিভাগীয় সমন্বয়ক এডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল, অতিরিক্ত বিভাগীয় সমন্বয়ক শুভ্র চক্রবর্তী, জেলা সমন্বয়ক মোঃ আবু আল সাঈদ সিফাত, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

গৌরীপুর উপজেলা স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় কাব ও স্কাউট শাখার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালনায়,গৌরীপুর উপজেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় গত ২ থেকে ৬ এপ্রিল ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ২৪ তম কাব-স্কাউট ও ১০ তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। ২ এপ্রিল কোর্স দুটির উদ্বোধন করেন জনাব ফারহানা করিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস গৌরীপুর উপজেলা। উক্ত কোর্স দুটিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল; কাব-স্কাউট শাখায় ৩৫ জন ও স্কাউট শাখায় ৩৬ জন। কাব-স্কাউট শাখার কোর্স লিডারের দায়িত্বে ছিলেন জনাব শাহজাহান মোল্লা (এএলটি) এবং স্কাউট শাখার কোর্স লিডার ছিলেন জনাব এ এস এম মোকারম হোসেন সরকার (এএলটি)। বিশেষ প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন জনাব জিয়াউল হুদা হিমেল, জাতীয় উপ-কমিশনার (গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস। মোট প্রশিক্ষক ছিলেন ১৭ জন।

অংশগ্রহণকারীদের স্কাউট উপদল পদ্ধতিতে প্রতিদিন সকালে বিপি পিটি, তাঁবু পরিদর্শন, উপদল ভিত্তিক খাবার সংগ্রহ, নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ, হাইকিং, স্কাউটস ওন, তাবু জলসা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও কিভাবে স্কাউট ইউনিট গঠন ও পরিচালনা করতে হবে তার উপর তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাস এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কোর্স এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। যা ছিল অন্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য ব্যপক উৎসাহব্যঞ্জক।

■ খবর প্রেরক: বিদ্যুৎ কুমার নন্দী
গ্রুপ স্কাউট লিডার, চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপ,
গৌরীপুর , ময়মনসিংহ

খুলনা অঞ্চল

দুর্নীতি বিরোধী উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ মে ২০১৯ শনিবার দিনব্যাপী যশোর জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের আয়োজনে স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে দুর্নীতি বিরোধী উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের সহযোগীতায় ও যশোর জেলা স্কাউটস পরিচালনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিণ কেন্দ্র, পুরেলহাট, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোঃ হুসাইন শওকত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), যশোর; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নাজমুচ্ছায়াদাত, উপ পরিচালক, জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন, যশোর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব আঃ রহমান খান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস যশোর জেলা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব শীতল মিত্র, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস যশোর জেলা। প্রতিযোগিতায় যশোর জেলার ৮টি উপজেলা থেকে ৬৫ জন স্কাউট এবং গার্ল ইন স্কাউট সদস্য, ইউনিট লিডার ও কর্মকর্তাসহ মোট ৮৫ জন অংশগ্রহণ করেন। সেক্রেড হার্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের সদস্য কৌশিকী মিত্র স্নেহা প্রথম স্থান, দাউদ পাবলিক স্কুল স্কাউট গ্রুপের সদস্য নাসিফ তাহমিদ দ্বিতীয় স্থান এবং মনিরামপুর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের সদস্য অনিক ঘোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

■ খবর প্রেরক: আবু সালেহ মোঃ জুবায়ের
সিনিয়র রোভার মেট
যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ।

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের ৪র্থ ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

২৭ জুলাই ২০১৯ খ্রীঃ রোজ শনিবার দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে (কাঞ্চন-২) বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের ৪র্থ ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি মোঃ জাকিউল আলম, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক জোবায়ের হোসেন বাচ্চু সহ জেলা রোভারের কাউন্সিলরবৃন্দ।

নির্বাহী কমিটির অন্যতম পদ কমিশনার পদে পুনঃবার নির্বাচিত হয়েছেন কেবিএম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুদ্দীন আখতার, টানা ৩য় বারের মত সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ফাসিলাডাঙ্গা কলেজের শরীর চর্চা শিক্ষক মোঃ জহুরুল হক, যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট লিডার নূরে আলম মোঃ জাহিদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন সেতাবগঞ্জ কলেজের সাবেক প্রভাষক মোঃ মোজাহার আলী। জেলা রোভারের সভাপতি হিসেবে পদাধিকারীবলে জেলা প্রশাসক হিসেবে জনাব মাহমুদুল আলম, সহ-সভাপতি হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম, পুলিশ সুপার সহ-সভাপতি আবু সায়েম নির্বাচিত হন।

জেলা প্রশাসক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন কাউন্সিল সভায় আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়। নতুন নেতৃত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে আগামী ০৪(চার) মাসের মধ্যে দিনাজপুর জেলার শতভাগ কলেজে কমপক্ষে একটি রোভার ইউনিট গঠন করবে। ছেলেধরা সন্দেহ বা গুজবে কান না দিয়ে অভিভাবকরা যাতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও যেন স্কুলে যায় সেজন্য অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার পাশাপাশি যে কোন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রোভার স্কাউট বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিজের প্রতিষ্ঠান/বাড়ির আঙিনা/ডোবা পরিষ্কার করার পাশাপাশি সাধারন মানুষকে সচেতন করতেও ভূমিকা রাখবে রোভার স্কাউট। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ভিক্ষুকমুক্ত এবং মাদকমুক্ত দিনাজপুর গঠনে রোভার স্কাউট কাজ করবে। আমি আশাকরি আগামী মুজিববর্ষে দিনাজপুর রোভার স্কাউট হবে দৃষ্টান্তমূলক রোভার স্কাউট।

■ বার্তা প্রেরকঃ শামিম আহমেদ
বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চল

সম্মান তাদের প্রাপ্য, যারা কখনো সত্যকে পরিত্যাগ করে না,
এমনকি যখন পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বেদনাদায়ক। -নেলসন ম্যান্ডেলা

সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার উদ্যোগে সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২১ জুলাই ২০১৯ খ্রি, সকাল ৯ টায় সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, রোভার ডেনে সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার কমিশনার ও রাজশাহী বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম (এল,টি) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন করেন ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি (সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ) জনাব, টি, এম, সোহেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর বি এম আব্দুল হান্নান (উপাধ্যক্ষ ও সহ -সভাপতি সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ), অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার মোঃ সামসুল হক, (এ,এল,টি) আরো উপস্থাত ছিলেন মোঃ হাবিবুলাহ সিদ্দিকী যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ, মু.আবীদ রোকনী কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, মোঃ আককাশ আলী শাহজ্জাদপুর সরকারি কলেজ ও জেলা রোভার স্কাউট লিডার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার), মোঃ আবুল কাসেম আজাদ (সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার সিরাজগঞ্জ, ও গ্রুপ সম্পাদক সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ সিরাজগঞ্জ), সার্পোট স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ হাসিব উদ্দিন শেখ (হিলফুল ফুয়ুল মুক্ত রোভার দল, সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ। ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষণার্থী সিনিয়র রোভার মেট রোভার স্কাউটদেরকে কি ভাবে পি,আর,এস অর্জন করা যায় এবং কি করে লগ বুক লিখতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। ওয়ার্কশপে জেলা ভিত্তিক সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দল গঠন, বিষয়ে ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৮ --১৯ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাএা অনুযায়ী কার্যক্রমের সর্বশেষ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও ২০১৯-২০ সালের জেলাওয়ারি রোভার স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্বির লক্ষে টার্গেট চূড়ান্তকরণ ও ইতিমধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার কতৃর্ক আয়োজিক ২০১৮-১৯ সালের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ, গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ, রোভার লিডার ওয়ার্কশপ এবং রোভার মেট কোর্সসহ বিগত বছরের জেলা ও আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে নিজ জেলার জন্য গৃহিত কর্মসূচি সমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয়।

■ খবর প্রেরকঃ মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)

তোমার বন্ধু হচ্ছে সে, যে তোমার সব খারাপ দিক জানে; তবুও তোমাকে পছন্দ করে ”

–অ্যালবার্ট হুবার্ড।

রোভার সদস্যদের সহায়তায় রংপুরের কাউনিয়া উপজেলায় বন্যা দূর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

সম্প্রতি দেশে বন্যাকবলিত হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চল। দূর্ভোগে পড়েছে বন্যা কবলিত এলাকার জনগণ। দূর্বিসহ জীবনযাপন করছে বন্যায় দূর্গত পরিবার সমূহ! প্রয়োজন শুকনা আর ভারী খাবারের। দেশের এই পরিস্থিতিতে সারাদেশে বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্দেশক্রমে বন্যায় দূর্গতের আপদকালীন উদ্ধার কাজ, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরনে আত্মনিবেদিত হয়ে স্বেচ্ছায় কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যরা।

রংপুরেও সেবার মুল মন্ত্রকে ধারন করে রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে ও রংপুর জেলা রোভার, সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রোভার গ্রুপের সহযোগিতায় বন্যায় দূর্গতের জন্য ত্রান সংগ্রহ ও বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

রংপুর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার মহাদেব কুমার গুনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে এ কর্মসূচিতে রোভার বোরহান হোসেন, রোভার তানভীর ইসলাম রোভার রেজওয়ান হোসেন, রোভার সুরঞ্জন দাস, রোভার হরিশংকর রায়, রোভার নূরনবী ইসলাম, রোভার রাব্বি হোসেন, গার্ল-ইন-রোভার জান্নাতুন নাঈম নিশি, গার্ল-ইন-রোভার কানিজ ফাতেমা, গার্লইন রোভার আশামনি, গার্ল-ইন-রোভার শরীফা খাতুন সহ ৩০জন রোভার স্কাউট ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যের একটি দল আত্মনিবেদিত হয় কাজ করে।

২১ জুলাই সোমবার বিকেলে ত্রাণ সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ২২ জুলাই জেলা প্রশাসক ও সভাপতি রংপুর জেলা রোভার এর অনুমতিক্রমে কাউনিয়া উপজেলার তিস্তা নদীর চুষ মারা চড়ে প্রায় দু-শত পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, লবন, চিড়া, গুড়, বিস্কুট, মোম, দিয়াশলাই, স্যালাইন তথা ১০ আইটিম নিয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে রংপুর জেলা রোভার।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের রংপুর জোনের সহকারি পরিচালক সুধির চন্দ্র বর্মন, জেলা রোভারের রোভার স্কাউটি লিডার প্রতিনিধি খালেদুল ইসলাম, রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সিভিল টেকনোলজির বিভাগীয় প্রধান, সাবেক বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি আশিকুর রহমান, স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও রংপুরে জেলা রোভারের রোভার স্কাউট ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

■ খবর প্রেরকঃ আবু হাসনাত, অগ্রদূত প্রতিনিধি রংপুর জেলা।

দিনাজপুরে ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের অর্থায়নে বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ও দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে দিনাজপুরের পূর্ব মল্লিকপুর এইচ. এস. কলেজ, কাহারোল, দিনাজপুরে ২৪-২৫ জুন, ২০১৯ দুই দিনব্যাপী ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগময় দেশ, বাংলাদেশের নানাবিধ দুর্যোগকালীন অবস্থায় সেবাব্রত নিয়ে কাজ করে রোভার স্কাউট। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্রুততম সাড়াদান করে উদ্ধার কাজ আগুন নেভানো ও উদ্ধার কাজ, ঘূর্ণিঝড় পূর্ব প্রস্তুতি ও পরবর্তী উদ্ধার কাজ বিষয়ে মহড়া প্রদর্শিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাহারোল বীরগঞ্জ সংসদীয় আসনের এম পি মনোরঞ্জণ শীল গোপালের সহধর্মিণী গীতা রানী শীল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (কাহারোল) মোঃ নাসিম আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি জাকিউল ইসলাম দিনাজপুর জেলা রোভারের সম্পাদক জহুরুল হক, কমিশনার সাইফউদ্দিন আকতার,কোষাধ্যক্ষ মজাহার আলি জেলা রোভার লিডার রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউট লিডার ও ৫০ প্রশিক্ষণার্থীর রোভার/গার্ল-ইন-রোভার এবং ৫ জন রোভার লিডার হিসেবে মোট ৫৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক জনাব খান মুইনদ্দীন আল মাহমুদ সোহেল কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কাহারোল, বীরগঞ্জ সংসদীয় আসনের এম পি মনরঞ্জল শীল গোপালের সহধর্মিণী গীতা রানী শীল বলেন "প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয়ের বিপর্যয় তিলেতিলে জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক গড়ে তুলতে সুশিক্ষার প্রয়োজন, যা রোধ করতে পারে নৈতিক বিপর্যয়"।

■ খবর প্রেরকঃ শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

১৪তম টেকনিক্যাল রোভার মেট কোর্স-২০১৯

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর তত্ত্বধায়ন এ মুন্সিগঞ্জ জেলা রোভার এর ব্যবস্থাপনায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ পলিটেকনিক সমূহের রোভার স্কাউটদের জন্য রোভার প্রোগ্রামের নিয়োমিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ গত ৩০শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে, ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ১৪তম টেকনিক্যাল রোভার মেট কোর্স ২০১৯। ৪২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ৫০জন রোভার অংশ নেয় এই মেট কোর্সে।

৩০শে এপ্রিল কোর্স লিডার প্রফেসর মুহাম্মদ এনামুল হক খান (এলটি) পতাকা উত্তোলন এর মাধ্যমে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। রোভার প্রোগ্রামের আওয়াতাধীন বিষয় এর সেশন ও ব্যবহারিক কার্যক্রম এর পাশাপাশি একটি শিক্ষা সফর এর আয়োজন করা হয় এই কোর্সে। মুন্সিগঞ্জ জেলার ৮ টি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা হয়।

৩রা মে মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা এর উপস্থিতিতে তাবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও তাঁবু জলসায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেট কোর্সের কোর্স লিডার ও বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ এনামুল হক খান (এলটি), বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল ও মুন্সীগঞ্জ জেলার সম্পাদক মো: জুনায়েদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রকৌ. মো: মিজানুর রহমান এবং সঞ্চলকের দায়িত্ব পালন করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট লিডার ও মুন্সীগঞ্জ জেলা রোভার স্কাউট লিডার মুহাম্মদ জহিরুল আলম। ৪ই মে সনদ পত্র বিতরন ও পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে কোর্স এর সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: কামরুজ্জামান তমাল
রোভার মেট
গ্লাস এন্ড সিরামিক রোভার স্কাউট গ্রুপ

স্কাউট এবং রোভারদের উদ্যোগে তৈরি হলো নেতাই নদের বাঁধ

ময়মনসিংহ জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মিজানুর রহমান মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনায় এবং ধোবাউড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহযোগিতায়, ময়মনসিংহ জেলার ৫ টি রোভার ইউনিট ও ১ টি স্কাউট ইউনিট যৌথভাবে কাজ করে, ধোবাউড়া উপজেলায় নেতাই নদের কালিকাবাড়ি গ্রাম অংশের ভাঙ্গন রোধে তীর রক্ষা বাঁধ তৈরী সম্পন্ন করে।

এছাড়াও ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ইমপিসা ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, আনন্দ মোহন কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, প্যারাডাইস ওপেন স্কাউট গ্রুপ এবং হেলডস ওপেন স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা বাঁধ তৈরিতে সহায়তা করেন।

এ বাঁধটি তৈরীতে নেতাই নদীর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে গ্রামের প্রায় ২০০ টি পরিবার এবং ১০ হেক্টর ফসলি জমি। রোভার এবং স্কাউটদের স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ নির্মাণ করায় আনন্দিত এলাকাবাসী।

৪ জন রোভারের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন

স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন করে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়বাদল, আপদকালীন উদ্ধার, ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কাজে সাহসী ও গৌরবময় সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের ৪ জন রোভার ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। যা ময়মনসিংহ বিভাগের একমাত্র দল হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক।

রোভার মোঃ সাকিব, রোভার মোঃ আবু আল সাঈদ সিফাত, রোভার এ.এম নাফিস সাদিক সামী ও রোভার অলক দেবনাথ পার্থ এই সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

১২ জুলাই ২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ক্রু মিটিং শেষে রোভারদের হাতে পদক তুলে দেন গ্রুপের সভাপতি স্কাউটার মোঃ রফিকুল ইসলাম। সনদ পত্র তুলে দেন সহকারি লিডার ট্রেনার, ময়মনসিংহ জেলা আমেনা বেগম চম্পা এবং গ্রুপ সম্পাদক এস. এম এমরান সোহেল।

আরও উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রেজাউল করিম, এ কে এম নাঈম এবং ইউনিট লিডার এডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল সহ গ্রুপের কাব, স্কাউট ও রোভার সদস্যগণ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব, পিএস
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

ফাহিমা আলভী রহমান (রিফা)
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, সিলেট

অভিজিৎ শ্রী
নিদনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, সিলেট

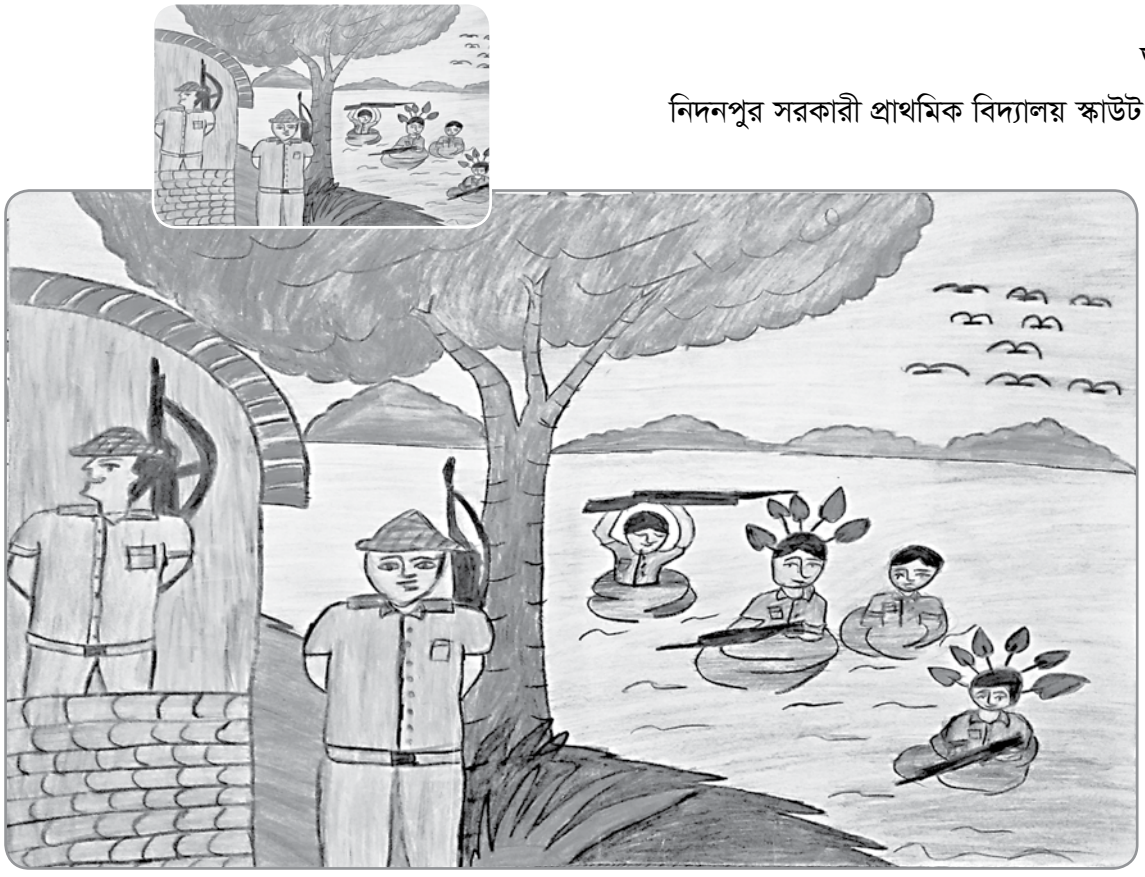

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 06, July 2019

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Sarwar Mohammad Shahriar, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578